

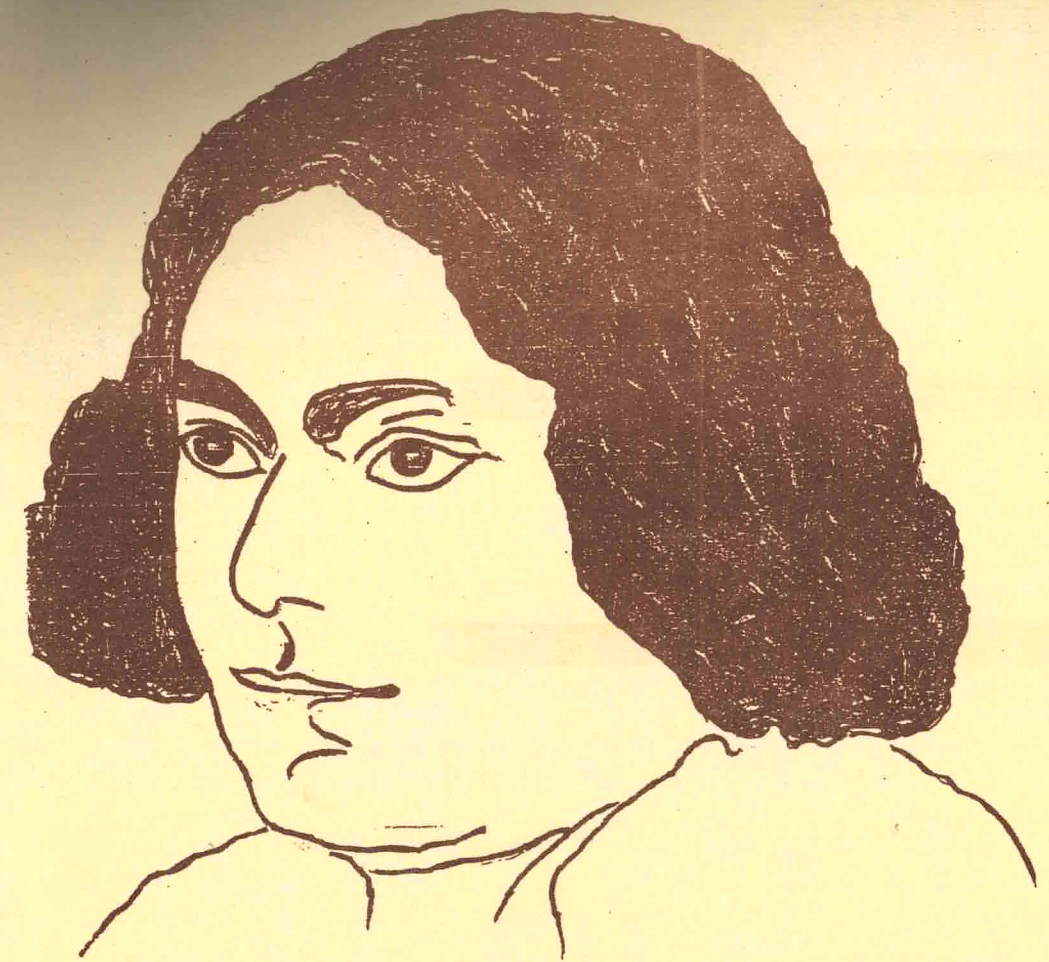
সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ
The Weekly Bangladesh

এবং
দেশ ও জাতিসত্তার
পরিচায়ক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর
১০৫তম জন্মবার্ষিকীতে সবাইকে
জানাই শুভেচ্ছা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পড়ুন
লিখুন এবং বিজ্ঞাপন দিন

The Weekly Bangladesh
85-59 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-523-6299 Fax: 718-523-2620
E-mail: weeklybangladesh@mindspring.com



The Nightingale বুলবুল

North America Nazrul Conference Committee
(NANCC)

উত্তর আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স কমিটি
সংখ্যা-২ (মে ২০০৪)

The Nazrul Endowment Lectureship Fund

Established at The California State University, Northridge (CSUN)
Visit the website: nazrul.org then click on nazrul lectureship endowment fund

Please make your check payable to:

CSUN Foundation (CSUN stands for California State University, Northridge)
(At the left bottom portion of your check please write: (for Nazrul Endowment Fund)

Checks should be directly mailed to:

Mr. Steven Wallace, Director of Development of College of Humanities
California a State University, Northridge Campus
18111 Nordhoff Street, Northridge, CA-91330-8252

Or Kazi M. Belal, Nazrul Endowment Fund Coordinator
40 Sunny Side Drive, Northford, Connecticut-06472

Your donation is fully tax deductible and therefore you will receive a letter of acknowledgement directly from the California State University. Your name will be added to the donor's list of the University Foundation and the University will send you a statement on the activities & the development of the fund, and on its current status.

Please direct all your questions to the following persons:

Ms. Noreen Galvin, College of Humanities
Tel: 818-677-3301 / Fax: 818-677-4902

Mr. Kazi M. Belal

Nazrul Endowment Fund Coordinator and Executive Director, Taranga of California
Tel: 203-484-2546 / Fax: 818-677-3301 / Email: kbela1@comcast.net

US University academic scholars involved in Nazrul's research work towards the goal of gaining a wider recognition for his creative work in the Western World.

Professor Winston Langley: Prof. of International Affairs, University of Massachusetts has already written a book (2002) on Nazrul "A Moral Giant" waiting to be published.

Professor Phyllis Herman: Assistant Professor, Department of religious studies California State University is currently involved in Nazrul's Study Program.

Professor Roger Buckley: Director & Professor of History, Asian American Studies Institute, University of Conn. Interested in introducing and sponsoring programs to promote Nazrul Islam and his creative work. (Program will start in May/June 2004)

Professor Henry Glassi: Indiana University USA. Involved in research work.
Professor Miako: University of Tokyo, Japan. Involved in research.

Of course, there are other internationally known scholars also involved in Nazrul's research work. We have only named a very few from the vast list of Nazrul scholars and researchers. The names mentioned here are a few who are fully committed to preserving and promoting Kazi Nazrul Islam's vast treasures in the USA and Canada, and working towards gaining a wider recognition for his accomplishment.

সম্পাদকীয় বোর্ড

প্রধান সম্পাদক-ডঃ দলিলুর রহমান

সদস্যবৃন্দ

দেওয়ান শামসুল আরেফীন

ওয়াহেদ হোসাইনী

আমিনুর রশীদ পিন্টু

গোলাম সোহরাব

কৃতজ্ঞতা

সুলতান আহমদ-ওয়াশিংটন, ডিসি

ওয়াহেদ হোসাইনী-ওয়াশিংটন, ডিসি

ডাঃ জিয়াউদ্দীন আহমেদ-ডেলোয়ার

মাহমুদ বিল্লাহ-টেক্সাস

গুলশান আরা কাজী-কানেকটিকাট

আওলাদ হোসেন খান-নিউ ইয়র্ক

গোলাম সোহরাব-নিউ ইয়র্ক

আমিনুর রশীদ পিন্টু-নিউ জার্সি

ড. দলিলুর রহমান-নিউ জার্সি

দেওয়ান শামসুল আরেফীন-নিউ জার্সি

প্রস্তুতঃ দলিলুর রহমান
যোগাযোগ

62 Concord Ridge Rd.
Flemington, NJ 08822

②
9th NANC (2004)

সম্পাদকীয়

কবি টি এস ইলিয়ট তাঁর এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্যে বলেছিলেন যে কবিতার সংজ্ঞাকে কখনো শুধু তার ব্যবহার দিয়ে যাচাই করা যাবে না। কখনো কখনো কবিতা সময়ের প্রয়োজনে বিপ্লব বা বিদ্রোহকে যুগোপযোগী করে তোলে। কখনো বা কবিতার গতানুগতিক ভাবধারাকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলে এবং এইভাবে মানব-মনে আত্ম-উদ্বোধনের আর আত্ম-শুদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করে। কবি নজরুলের সমস্ত সৃষ্টিকে এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার্য করা কতটুকু সঙ্গত-সে নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হতে পারে। তবে এই কথাটি অনস্বীকার্য যে নজরুল মূলতঃ একজন কবি। এবং কবিতা হচ্ছে অন্তরের নিভৃত স্থল থেকে উৎসারিত একটি সত্য। এবং এই অনুভূতির নিউক্লিয়াস জুড়ে রয়েছে সমাজ-দেশ ও জাতির মতো পারিপার্শ্বিক অবস্থান। একই সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে মানব-জীবনের দুঃখ বেদনা-ভালবাসা- বিরহের মতো মানবিক সত্য-বিষয়গুলি। এবং কোন কবিই এই সত্ত্বার উর্ধ্বে অবস্থান করতে পারেন না। তিনি সেই কবিতাটিই লিখবেন-যেটা তার নিভৃত প্রাণের প্রতিটি পরতে নিয়ত অবস্থান করে। কবি নজরুল সেই হিসেবে কী আধুনিক-মননশীলতা বা নাগরিক চেতনগ্রস্ত কবি অথবা আসলেই বাংলা কবিতায় কালোত্তীর্ণ একজন যুগান্ত সৃষ্টিকারী কবি সেটা নিয়ে যতো বেশী আলোচনা হবে, ততোই কবির সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ততর করে তুলবে।

কবি নজরুলের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আরো একটা বিষয়ে ভাবনার অবকাশ রাখে যেটা হচ্ছে তার মানবতাবাদ। নিঃসন্দেহে বলা যায় তিনি একজন যুগ-সচেতন মানবতাবাদী কবি। তাঁর চেতনায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ‘মানুষ’ প্রধান স্থান দখল করে ছিলো। সাম্যের গান গেয়ে ও মানুষের অসম্ভাব্য শক্তিকে পুঁজি করে তিনি আরো প্রমাণ করেছেন একজন সামাজিক দায়বদ্ধতার শিল্পী হিসেবে। স্বদেশ চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে তিনি একাধারে জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লববাদী এবং জন্মভূমির প্রান্তরে তিনি একজন উদার সমাজবাদী শিল্পী। কবি নজরুলের বহুমাত্রিক এই প্রতিভা ও মানবতাবাদের যথার্থ বিশ্লেষণ ও সঠিক মূল্যায়ন আজো হয়নি। নতুন কাল নজরুলকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করবে বর্তমান বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে। সেই উদ্দেশ্যটি সামনে রেখেই এই সংকলনটি প্রকাশিত হলো। আশা করবো তাঁর সৃজনশীলতার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য কিছুটা তুলে ধরতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ খান মুদ্রনের দায়িত্বটি নিয়েছিলেন। সবার পক্ষ থেকে তাঁকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সম্পাদকবৃন্দ- ড. দলিলুর রহমান/ দেওয়ান শামসুল আরেফীন/আমিনুর রশীদ

North America Nazrul Conference Committee (NANCC) List of members as of 6/30/2003

Ahmad, Sultan 1294 Middleton Court Vienna, VA. 22182 703-759-9821 Sahamdraj@hotmail.com	Haider, Roquiya 3711 Madison Lane, Apt. B Falls Church, VA. 22041 703-671-4959 Rhaider@voanews.com	Niva, Nurun Nahar 53 rd First Street Worcester, MA. 01602 508-797-1365 NivaRahman@yahoo.com
Ahmed, Ziauddin 6 Cedar Hollow Drive Wallingford, PA. 19086 610-891 2771 za28@drexel.edu	Hossaini, Wahed 7008 Bethnal Court Springfield, VA. 22150 703-451-7942 Wahed@cox.net	Pintu, Aminur Rashid 68 Concord Circle Howell, NJ. 07731 732-370-4055 Rashidaminur@aol.com
Ashraf, Selima 67-32 136 th Street Kew Garden Hills, NY. 11367 718-544-7817 Selimaa@hotmail.com	<i>Open</i>	Quazi, Seraj 146 Hemenway Street Boston, MA. 02115
Belal, Kazi M 2638 Belburn Place Simi Valley, CA.93066 805-308-9330 KBelal@adelphia.net	Hussain, Mahmud Musharraf 5 Echo Court Potomac, MD. 20854 301-294-2176 MMhussain@aol.com	Rahman, Dalilur 62 Concord Ridge Road Flemmington, NJ. 08822 908-806-3751 Dalil.Rahman@clariant.com
Bhuyan, Md. Wadud 1911 New Hyde Park Rd New Hyde Park, NY.11040 516-358-7464/352-2828 MWBhuyan@aol.com	Imam, Tajul 37-14 73 rd Street Jackson Heights, NY.11372 718-850-5259	Siddiqui, Shahab 527 Cooper Pond Drive Lawrenceville, GA. 30044 770-979-9768
Billah, Mahmood 4906 Natural Bridge Drive Kingwood, TX. 77345 281-360-0285 Mbillah@eagle.org	Kazi, Gulshan Ara 2638 Belburn Place Simi Valley, CA.93066 805-308-9330	Sohrab, Golam 40-15/102 nd Street, Apt.2A Corona, NY.11368 718-446-2065 Shos537473@aol.com
Bulbul, Ashraful Hassan 38-11 Ditmars Blvd, #124 Astoria, NY.11105 718-760-1274 Cell: 917-731-5952 Bulbul2000@mindspring.com	Khan, Md. Awlad Hossain 193 Old Farm Road Levitown, NY. 11756 516-735-7396 nutrifarm@earthlink.net	Choudhury, Shahid Newaz 954-290-5822
Ferdous, Annie 131 Chester Avenue Brooklyn, NY. 11218 718-854-6278; Fax: 718-884-9559 Cell: 917-674-4746 AnnieatBipa@hotmail.com	Rumi, Obaidul Khan 2332 Hampton Avenue Simi Valley, CA. 93063 805-520-4884 obaidulkhan@hotmail.com	Wahed, Nini 36-05 29 th Street, Apt. #B6 718-729-0582 LIC, NY 11106 AnnieatBipa@hotmail.com

Officers:

Chairperson: Sultan Ahmad
Vice Chairperson: Md. Awlad Hossain Khan
Vice Chairperson: Mahmud Musharraf Hussain

Chairperson's Message

The North America Nazrul Conference Committee (NANCC) is pleased to present to you the second volume of the Committee's magazine, *The Nightingale* (or "Bulbul" in Bangla). The purpose of this magazine is to publicize the work of poet Kazi Nazrul Islam to readers in North America and to provide an outlet for research on his work.

Although best known as a poet and composer, Kazi Nazrul Islam was an uncompromising social reformer. His writings against any kind of exploitation and injustice are as relevant today and in every nook and corner of the world as it was during his time and in his homeland India. It is this universality of his message that needs to be brought into the open, unhindered by the language barrier.

We would like to thank the previous Committee for showing us the way by bringing out the first volume. We have established a permanent Editorial Board with a mission to bring out *the Nightingale* at least once a year every year. We invite all writers and researchers on Nazrul Islam to contribute to the magazine and help make *the Nightingale* a flagship publication on Nazrul's work.

We thank the writers, financial contributors and the Editorial Board for making this publication possible.

Sultan Ahmad
Chairperson,
North America Nazrul Conference Committee
sahmadraj@hotmail.com

A Message

It is with pleasure that I congratulate all members of the new editorial committee of our biennial magazine "The Nightingale". Undoubtedly, this is a challenging task, but I am confident, they will do a superb job. They are all capable individuals with years of experience and most having quality publications of their own. Therefore, I have no hesitation to say "It is in good hands".

It is now our duty to give them all possible support so that Nazrul admirers across the globe can be truly proud of this publication. Again, I commend them wholeheartedly and wish them every success in this endeavor.

Thank you.

Mahmood Billah
Coordinator, 1st. NANC, hosted by Shoukhin of New Jersey, 1990.
Member, NANCC

Nazrul : A Moral Giant

Winston E. Langley

Poets and their poetry, throughout the history of human beings, have had important impacts--negative and affirmative--on human life. One has only to think of Shakespeare, Goethe, Pushkin, Dante, Tagore, Marti, Szymborska, Homer, and Ikhmaton, to mention a few. Those important impacts have varied in the range of their geographic and intellectual reach as well as in the nature and scope of their social, spiritual, and, more broadly, cultural meaning. Even in instances where the general and even the culturally lettered public has been little aware of some poets, their influence have continued to reflect and inspire the spiritual terrain over which the journey of human experience has taken place.

One of the modern poets who has had a significant effect on the twentieth century--and, I dare say, who will have an even wider and more profound effect on the twenty-first--is Kazi Nazrul Islam. He is not widely known in the West, and even, in some instances, in the East and the Global South or North, in general. Yet his views on politics, aesthetics, ethics, religion, human liberation and development, globalism, the nature of citizenship, and, in general, human nature and possibilities, bear directly on some of the most important themes that have become the defining attributes of where we as human beings (especially after September 11, 2001) are tending and the collective ends we are seeking.

Because he was born in poverty and gained very little material support, Nazrul did not even have the chance to complete his elementary education. The genius in him, however, allowed him to use the smattering of formal learning to transform himself into a great poet. Indeed, he was so prolific, especially in the number of songs he wrote, that one may properly call him the Mozart (and here we are including the playfulness, variety, complexity, and beauty of Mozart's work, not simply its quantity) of the twentieth century.

The book, using poems, songs, plays, essays, speeches, and borrowings from the writings of others, seeks to look at this twentieth-century genius, and, in so doing, to examine his thinking in a number of areas. First, it seeks to examine Nazrul's view of the nature and functions of poetry, as compared with the views of a number of other respected thinkers. Second, it looks at the spirit of rebellion and creation, as he expressed and embodied it. Third, the work then moves to appraise the poet's romantic impulses, not as the term romantic is commonly used and generally understood, but as the term expresses certain aesthetic, social, moral, intellectual and political tendencies.

Fourth, the book identifies Nazrul as a modern and postmodern thinker and explores that thinking. Fifth, the work reviews Nazrul's view on human capabilities and possibilities, in comparison to the views expressed by a number of world-renown thinkers. On the basis of those identified and assessed capabilities, he posits a future for human beings. That future includes, as the book goes on to show, that of becoming global citizens as a step toward full human development.

What emerges from the study is human giant--an intellectual, moral and spiritual giant. And this giant, linking himself to "something not ourselves", thought about the world, the connection of that "something not ourselves" to humans, the relationship of virtue to the health of the soul, the nature and significance of human life, and the character and scope of human liberation and dignity. We cannot possibly presume to speak about Islam and thinking within Islam, without leaning about and communing with Kazi Nazrul Islam.

Winston E. Langley is a professor of International Relations and Political Science, as well as Associate Provost for Academic Affairs at the University of Massachusetts Boston.

He has published widely in his field. Among his most recent works are: The Encyclopedia of Human Rights Issues Since 1945, "Teaching, Learning and Judging: Some Reflections on the University and Political Legitimacy", and "Job and the Primordial Search for A Moral Order". He has just completed a book on the rights of children.

নজরুল প্রসঙ্গঃ বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাস

ওমর শামস

উত্তর-তিরিশের বাংলা কবিতার পাঠক, বিশেষ করে যাঁরা আধুনিক কবিতার পাঠক এবং প্রাগ-চাঁচ আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের পিছনে খুব একটা তাকান না তাঁরা কি নজরুল ইসলামের কবিতা নিয়ে খুব একটা ভাবেন? হয়তো বা। কিছু নিশ্চয়ই পড়েছেন, অন্ততঃ পাঠ্যক্রমের তাগিদায়। কিন্তু তাঁদের ধারণা, আমার ধারণায়, রঙ্গিণ এবং প্রভাবিত হয়েছে বুদ্ধদেব বসুর দুটো রচনা দিয়েঃ

১। নজরুল ইসলাম, ১৯৪৪

২। রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, ১৯৫২

প্রথমটি প্রকাশিত হয় 'কবিতা' পত্রিকার নজরুল সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫১ সংখ্যায়। এটি পরে 'কালের পুতুল' গ্রন্থে সংকলিত হয়। দ্বিতীয়টি 'সাহিত্য চর্চা' গ্রন্থে সংকলিত হয়। প্রথম প্রকাশ কোথায় হয়েছিল সে তথ্য পাইনি। প্রথম প্রবন্ধটি মোটামুটি নজরুল ইসলামের মানস ও সাহিত্যের বিচার। দ্বিতীয়টি বাংলা কবিতায় উত্তরসাধকরা কি ভাবে রবীন্দ্রনাথের ছত্রছায়ায় আর নিশ্চল নাবালক হয়ে রইলেন না, বরং পাশ্চাত্য সাহিত্যের রসদের সহায়তায় রবীন্দ্রনাথের রূপ-কৌশলকেই স্বাবলম্বী, স্বতন্ত্র, নিজস্ব অর্জনে রূপান্তরিত করলেন তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। এই আলোচনার প্রায় দু-পাতা বুদ্ধদেব নজরুলের সাহিত্যিক অস্তিত্ব এবং চারিত্রের কথা বলেছেন। কবিতা, বিশেষ করে আধুনিক কবিতা কি, ঐতিহাসিকভাবে শিক্ষাদানের অবিসংবাদিত পুরোহিত হচ্ছেন বুদ্ধদেব বসু। এই মর্যাদার প্রতাপেই নজরুল সম্পর্কে বুদ্ধদেবের ধারণা এবং মতামতকে অনেকের কাছে সহজ-সহনীয় এবং প্রায় স্বতঃসিদ্ধ সমাসীন মনে হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। এই ছোট্ট আলোচনার উদ্দেশ্য বুদ্ধদেব বসুর নজরুল বিচার নিয়ে সামান্য পুনর্বিচার, সঙ্গে সঙ্গে নজরুল সংখ্যায় 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত জীবনানন্দের লেখা নজরুলের কবিতা প্রবন্ধটির পুনঃস্মরণ।

বুদ্ধদেবের বক্তব্যের সারমর্ম স্মরণ করা যাকঃ একজন মুসলমান যুবকের সঙ্গে পরিচয় হলো, তিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে এসেছেন এবং যার কাছে আছে - কী ভাগ্য! কী বিশ্বয়! একখানা বাঁধানো খাতায় লেখা বিদ্রোহী কবির আরো অনেকগুলি কবিতা। নোয়াখালীর রাফসী নদীর আগাছা কন্টকিত কর্দমাক্ত নদীতীরে বসে সেই খাতাখানি আদ্যন্ত পড়ে ফেললাম। তরুণ বুদ্ধদেব যুবক নজরুলকে প্রথম দেখেন ঢাকায় পুরানা পল্টনে প্রগতির যুগে। পরে কোলকাতায় দেখেছেন 'কল্লোল'-এর আড্ডায়। শেষবার যাঁর সঙ্গে দেখা হলো বছর চারেক আগে-সেবার অল ইন্ডিয়া কলকাতা থেকে যাচ্ছিলাম। স্টীমারে অনেকক্ষণ একসঙ্গে কাটলো- দেখলাম তাঁর চোখ-মুখ গম্ভীর, হাসির সেই উচ্ছ্বাস আর নেই।

প্রবন্ধে (১৯৪৪)'র প্রথমাংশে, সংক্ষিপ্ত হলেও বুদ্ধদেব যুবক নজরুলের ঝাঁকড়া চুল, মদির-চোখ, প্রানোচ্ছল, কণ্ঠে গান সময়হীন, জাত-বোহেমিয়ান রূপ নিখঁতভাবে পেশ করেছেন। নজরুলের দৈহিক, মানসিক, শৈল্পিক স্বরূপ এবং অন্ততঃ সে বছরে সেই রূপের বিবর্তনটুকুও। এরপর তাঁর লেখার অতিনিবেশ নজরুলের কবিতার প্রতি, সাহিত্যের প্রতি। পরে কিছুটা গানেও। কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার ত্রুটি প্রসঙ্গে বুদ্ধদেবের সারমর্ম হচ্ছেঃ

১. "নজরুল চড়া গলার কবি, তাঁর কাব্যে হৈ-চৈ অত্যন্ত বেশী। অদম্য স্বতঃস্ফূর্তি নজরুলের রচনার প্রধান গুণ-এবং প্রধান দোষ।"

২. "কাঁচা কড়া উদ্দাম শক্তি, সেই চিন্তাহীন অনর্গলতা, কাব্যের কলকজার উপর সেই সহজনিস্কিত দখল, সেই উচ্ছৃঙ্খলতা, আতিশয্য শৈথিল্য, সেই রসের ক্ষীণতা, রূপের হীনতা, রুচির স্থলন।"

৩. "জীবন দর্শনের গভীরতা তার কাব্যকে রূপান্তরিত করলো না।"

৪. "যে সম্পদ নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন তার পূর্ণ ব্যবহার তাঁর সাহিত্যকর্মে এখনো হলো না।"

৫. "বিদ্রোহী কবি 'সাম্যবাদী' কবি কিংবা 'সর্বহারা'র কবি হিসেবে মহাকাল যাকে মনে রাখবে কিনা জানি না....."

দ্বিতীয় প্রবন্ধ-২ (১৯৫২)-টিতে নজরুল প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব আরো তীক্ষ্ণ, যখন ক্রটির কথা বলেনঃ

১ “নজরুল ইসলামকেও ঐতিহাসিক অর্থে স্বভাব কবি বলেছি; সে-কথা নির্ভুল।

২. “নজরুলের কবিতাও অসংযত, অসংবৃত, প্রগলভ; তাকে পরিণতির দিকে প্রবণতা নেই; আগাগোড়াই তিনি প্রতিভাবান বালকের মতো লিখে গেছেন....।”

৩. “তাঁর কবিতায় যে-পরিমাণ উত্তেজনা ছিলো সে পরিমাণ পুষ্টি....ছিলো না....”

মেনে নিচ্ছি, বুদ্ধদেবের উদ্ধৃত বক্তব্যের সার বক্তব্যকে মেনে নিচ্ছি চুল-চেরা কোন তর্কে না গিয়ে এবং একবিংশ শতাব্দীতে পৌছে কবিতার যে মান ও ধারণা অর্জন করা গেছে সেই ভাঁড়ারের অবস্থান থেকে। কিন্তু বুদ্ধদেব তো শুধু নেতিবাচাই বলেননি। তিনি সোচ্চার স্বীকার করেছেন:

১. “শুধু বাংলা কবিতার পরিশ্রুতিতে দেখলে যাঁর আসন নিঃসংশয় কেননা তাঁর কবিতায় আছে সেই বেগ যাকে দেখামাত্র কবিতাশক্তি বলে চেনা যায়।

২. “সব সত্ত্বো ও এ-কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম মৌলিক কবি।”

৩. “তবু অন্তত এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব।

এতো তথ্য এবং সনাতন সংজ্ঞা অনুযায়ী সত্য যে, যখন নজরুল অসুস্থ তখন বুদ্ধদেব বসুই ‘কবিতা’ পত্রিকার দশম বর্ষের কার্তিক-পৌষ, ১৯৫১ সংখ্যা নজরুল সংখ্যা হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন। জীবনানন্দকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে প্রকাশ করেছিলেন ‘নজরুল কবিতা’ নিবন্ধটি। সুতরাং পক্ষপাতহীন যারা তাঁরা তো বটেই, নজরুল প্রেমিকরাও বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বাধ্য।

সমস্যা শুধু সেখানেই, এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার” যখন বুদ্ধদেব বসু লেখেনঃ

“এই যে নজরুল, রবিতাপের চরম সময়ে রাবীন্দ্রিক বন্ধন ছিঁড়ে বেরোলেন, বলতে গেলে অসাধ্যসাধন করলেন এটাও খুব সহজেই ঘটছিলো, এর পিছনে সাধনার কোন ইতিহাস নেই, কতগুলো আকস্মিক কারণেই সম্ভব হয়েছিল এটা।”

“কোন রকম সাহিত্যিক প্রস্তুতি না-নিয়েও শুধু আপন স্বভাবের জোরেই রবীন্দ্রনাথ থেকে পালাতে পারলেন তিনি, বাংলা কবিতায় নতুন রঙ আনতে পারলেন

“নজরুল ইসলাম নিজে জানেননি যে, তিনি নতুন যুগ এগিয়ে আনছেন; তাঁর রচনায় সামাজিক রাজনৈতিক বিদ্রোহ আছে, কিন্তু সাহিত্যিক বিদ্রোহ নেই।”

নজরুল কোন দার্শনিক কবি নন, এ কথা সর্ব-স্বীকার্য। ঐতিহাসিকভাবে এবং প্রকরণ অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের পরের কালের কবিদের স্বগোত্র তিনি নন। এমনকি শেষের রবীন্দ্রনাথের, মানে গদ্যকবি রবীন্দ্রনাথের দলেরও নন। কেননা যে একটি মাত্র গদ্য-কবিতা নজরুল লিখেছিলেন, তাতে গদ্য-কবিতাকেই তিনি আক্রমণ করেছিলেন। তিনি মূলতঃ ধর্মের কবি, মাত্রার কবি। জোড় দিয়ে বলি, মাত্রাবেগ ব্যতিরেকে কবিতা তাঁর কাছে অস্তিত্বহীন। কবিতার মাত্রাবেগ-তাড়িত স্বরূপ যে কোন কবিকেই সাধনা করে লিখতে হয়। বিশেষ করে তিনি যদি নতুন ধ্বনি ও বেগ সঞ্চালন করতে চান কবিতায়। স্বেচ্ছাত্যাগ আর ভাবনায় আসা ছাড়া এই অর্জন কি সম্ভব? সাধনার ইতিহাস নেই এবং নজরুলের কৃতিত্ব আকস্মিক, এ আমি মানতে রাজী নই। উত্তর-তিরিশের কবিরা “সারা ব্রহ্মাণ্ড খুঁজে বীজ সংগ্রহ” করে কবিতার যে কল্পতরু সৃষ্ট করলেন-নজরুল সেই ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করেননি। আসলে ঐ মেজাজের তিনি নন। হ্যাঁ তাঁর সাধনা বোদলেয়ার-র্যাবো মালার্মে ইয়েটস-এলিয়ট-রিল্কে উত্তর ‘করেনসপন্ডেন্স সিঙ্হোলিজম-সাবকনসাস’- মন্ডিত কাব্যচর্চা নয়; এ একান্তই বাংলা কবিতার ঐতিহ্যের অন্তর্গত ভারতচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ অঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জ্ঞানকে নজরুল বাড়িয়ে নিয়েছিলেন আরব্য-পারস্য কাব্যগুনে। এও তো পারিশ্রমিক ঘাম ফেলে, ভাবনার মৃগকে তাড়িয়েও শিখতে হয়, অবলীলা কিংবা ভাগ্যক্রমে একি পাওয়া সম্ভব?

রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কবিতার আঙ্গিকে, অন্ততঃ ছন্দোবদ্ধ কবিতার রূপ সংগীতের জগৎ থেকে খুব দূরের নয়। অবশ্য স্বীকার্য উর্দু কবিতার তুলনায় বাংলা কবিতা অনেক আগেই তর্জাওয়ালাদের দল থেকে বেরিয়ে এসেছে। তবুও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কবিতার ধ্বনির ধারণার অর্জন তাঁর সংগীতজ্ঞানের কাছেও ঋণী। তাঁর ছন্দ প্রজ্ঞা গানের জগতের লয়-তালের বিদ্যার সঙ্গে পরিপূরক হিসেবে বেড়ে উঠেছে। বিশদ আলোচনার এ এক স্বতন্ত্র বিষয় যার বিবরণ এখানে সম্ভব নয়। বক্তব্য এই যে নজরুলও একইভাবে সংগীতজ্ঞান থেকে সুত্র গ্রহণ করেছেন তাঁর কবিতার ধ্বনি নির্মাণে। এই। অর্জন স্বতন্ত্র এবং সাধনায়ই সম্ভব হয়েছে, সে গ্রামীণ গানের চর্চার মাধ্যমেই হোক, উর্দু গজলের শিক্ষায়ই হোক, শাস্ত্রীয় গানের লয়-তালের পারস্পর্যেই হোক, রুবাই-গজল-ক্বাসিদার অন্তর্গত ‘তকসীমের’ হিসেব কষেই হোক। যখন বুদ্ধদেব বলেন যে, ‘.....যদি পারস্য গজলের অভিনবত্বে তাঁর অবলম্বন না থাকতো, তাহলে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথের আদর্শ মেনে নিয়ে তৃপ্ত থাকতেন তিনি” তখন বক্তা কি বিচারের পরিশ্রুতিতে থেকে বেশ কিছুটা স্থলিত হয়ে যাচ্ছেন না। নজরুলের কবিতার ধ্বনির প্রসঙ্গে আবার ফিরে আসবো। এখন কবিতার বিষয়ের প্রতি অতিনিবেশ করা যাক।

আগেই বলেছি নজরুল তত্ত্ব প্রধান কবি নন। তাঁর কবিতার বিষয়ও বড়ো নতুন কিছু নয়; সনাতন প্রেম, প্রকৃতি, তার ওপরে রাজনৈতিক, সামাজিক প্রসঙ্গ। শেষের গুলোকে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিদ্রোহের কবিতা বলা হয়ে থাকে। কিন্তু গুলোর মাঝে যে বোধ সেটাও প্রাচীন এবং সর্বতো নবীন; সে হচ্ছেঃ সাধারণ মানুষের অধিকারের বক্তব্যের কবিতা। বাংলা কবিতায় হেমচন্দ্র সম্ভবত প্রথম স্বাধীনতার অধিকারের বিষয়ক প্রচলিত ছন্দোবদ্ধ রূপ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালে এবং আয়তনে বিস্তৃত সাহিত্যে, কবিতায় কিংবা গদ্যে গান-অধিকারের কথা, নিপীড়ন এবং ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে কথা বড়ো একটা আনেননি। কবিতায় যেটুকু বলেছেন, তা বড়ো নিচু স্বরে ভগবানের কাছে মৃদু প্রতিবাদ কিংবা নিজের ভরসায়, ‘একলা চলো রে’ এই পর্যন্ত গেয়ে। নজরুলের কবিতায় মানবিক অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, নিপীড়নের প্রতিবাদ একটি বড়ো প্রবেশ। এবং আমরা সবাই জানি যে এই ভু-খন্ডের শীর্ষ কবিতাটি হচ্ছে ‘বিদ্রোহ’। স্মরণীয় হচ্ছে, নজরুল এই ধরনের বিষয়ের জন্য একটি স্বতন্ত্র, বলিষ্ঠ স্বর নির্মাণ এবং প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ধ্বনি বাংলা কবিতায় আগে ছিলো না পরেও তাঁর মতো কেউ সার্থকভাবে সেটি প্রয়োগ করেননি। এই বিশিষ্ট মুক্তক মাত্রাবৃত্ত এবং তার নজরুলী চলন নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রবোধচন্দ্র সেন।

এখানে পদার্পণ করবো না। বক্তব্য এই যে, রবীন্দ্রনাথ অঙ্গি বাংলা কবিতার বৃহত্তর বলয়ে স্থাপিত হয়ে গণ-অধিকারের মতো বিষয়কে কবিতাজ্ঞিত করবার জন্য নজরুলী নির্মাণের চেয়ে সমৃদ্ধতর অন্য কোন প্রকরণ কি সম্ভব? এই প্রশ্নোত্তর ও পর্যবেক্ষণ তিনি করতে পেরেছিলেন, বলেই, জীবনানন্দ দাশ কবিতার আত্মা ও শরীর প্রবন্ধে লিখেছিলেন,- ‘মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের উদাহরণ বাংলা কবিতায় বেশী নেই- এ যুগের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার দমন করবার জন্যে সর্বব্যাপী নিপীড়নের যে পরিচয় পাওয়া যায় রাষ্ট্রে ও সমাজে-সেইটে কাব্যের ছন্দালোকে নিঃসংশয়রূপে প্রতিফলিত হলে মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের জন্য হয় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। যদি হয় এবং কবিতার ছন্দ যদি যুগের নাড়ী-মূলের নির্দেশ দান করে, তাহলে এরকম মুক্তকের ছন্দালোকে বাংলায় এরকম কবিতা প্রচুর দ্যখ্যা যায়নি, কেননা স্টাইলে আঁভা গার্ড না হলেও এ লেখা খুব সহজ-সাধ্য নয়।

স্মরণ করতে হবে গণ-অধিকার এবং নিপীড়ন প্রতিবাদী কবিতা কিন্তু অন্যান্য ভাষায়, বিশেষ করে, স্প্যানীশে অনেক এগিয়ে গেছে। সে আলেকজান্ড্রাইনের আঁট-সাঁট পোষাকে রুদ্ধ হয়ে নেই, না রোমান্টিক ভাবালুতায়। বোদলেয়ার-র্যাবো-হুইটম্যান নির্দেশিত আধুনিক কবিতার আদর্শ, উপকরণ ও কৌশল অবলম্বন করে, পৃথিবীর বিশ-শতকী কবিতায় এই ধরনের কবিতা স্বাতন্ত্র্যে। মর্যাদায় ও গৌরবে প্রতিষ্ঠিত। একে নিতান্ত মার্ক্সিস্ট কবিতার ছাপ দেয়া যাবে না-বৃহত্তর ভাবে এসব মানবিক অধিকারের কবিতা। এবং এই সাফল্যের সহচর বহুজন, যেমন ফরাসী কবি পল এলুয়ার, লুই আরাগ; তবু শীর্ষে দু-জন লাতিনঃ পাবলো নেরুদা এবং মেজার ডায়েহো। রেসিডেন্স ওন্ লা তিয়েররা থেকে কাভো খেনেরাল এর কবিতাবলীতে নেরুদা এবং ত্রিলচে-র পরবর্তীকালীন কবিতায় ডায়েহো অপূর্ব মহৎ কবিতা রচনা করেছেন গণ-অধিকার বিষয়ে। এই সব কবিতা, মার্ক্সিস্ট কবিতার চিরায়িত সমস্যা- শ্লোগান হয়ে উঠেনি, পরিস্রুত সারবস্তা রূপে গরীয়ান হয়েছে। প্রকরণেও এরা আধুনিক, রোমান্টিক ছাঁদের রূপকান্ধিত ছন্দোবদ্ধ রূপ নয়-বোদলেয়ার-র্যাবোর পরকালীন কাব্যধারণার সার্থক উত্তরসূরী। এই সব বিদেশী কবি এবং নজরুলের গণ-অধিকার এবং জাগরণমূলক কবিতার বিষয় মোটা দাগে একই। পার্থক্য শুধু এই যে নজরুল লিখেছিলেন ভারতচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতার সংস্কৃতির অন্তর্গত উপকরণ দিয়ে, স্বতন্ত্র সুর নিয়োজনে; হিস্পানীক এবং ফরাসী কবিরা

উত্তর বোদলেয়ারীও কবিতার ধারণায় পুষ্ট হয়ে মানুষের চিত্রকল্প-সম্পন্ন, গদ্য-পদ্য-ভেদ বিনাশী স্বরে একই বিষয়ের কাব্যরূপ রচনা করেছেন।

তাঁর অনুজ এবং উত্তর-পঞ্চাশের সব কাব্যই কবি এবং কবিতা পত্রিকার সম্পাদক বুদ্ধদেব বসুর কাছে ঋণী আধুনিক কবিতা কি সেই ধারণা তাঁর কাছে শিক্ষালাভের জন্য। সঙ্গে-সঙ্গে এ কথাও সত্য যে প্রতিবাদী এবং গন-জাগরণমূলক বিষয়কে বুদ্ধদেব বসু, কোনদিনই শ্রেষ্ঠ কবিতার উপযোগি বিষয় বলে মনে করেননি। বোদলেয়ার, রিল্কে এমনকি হেল্‌সল্টিন নিয়ে বিশদ লিখলেও পাবলো নেরুদা সম্পর্কে তিনি আদৌ কিছু লিখেছিলেন বলে মনে পড়ে না। আসলে তাঁর মেজাজ ছিলো একা মানুষের মনের অনুরনন অনুসরণ করে কবিতা রচনার উপযোগী। তিনি উদ্ধুদ্ধ হন একা ব্যক্তির প্রেরণা, উজ্জ্বলতা, কল্পনা, প্রেমে দীপ্ত হওয়া নিয়ে; সঙ্গে-সঙ্গে পীড়িত হন একা ব্যক্তির অক্ষমতা, দুর্বলতা, অসহায়তা, শত চেষ্টায়ও বিপত্তিতে বিবশ হয়ে যাওয়া নিয়ে। এজন্যই তিনি বোদলেয়ার ও রেমব্রান্টের শিষ্য অথবা স্বগোত্র। এই জন্যই বুদ্ধদেব বলতে পারেন, শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত” এবং “সংশ্লিষ্ট, মানবতার দৃশ্য যখনই দেখি, আমার মন-খারাপ হয়ে যায়। যেখানে ভীড়, যেখানে এই উদ্দেশ্য-কি একই উদ্দেশ্যহীনতায়-অনেকে জড়ো হয়েছে, সেখানে ব্যক্তির স্বাভাবিক যাত্রা হারিয়ে, সব মিলে শুধু একটা বিশাল মানবতার পিণ্ড যেন কোন যান্ত্রিক কৌশল নাড়াচাড়া করছে। সেই দৃশ্য দেখে শুধু ভয় হয়, শুধু ক্লান্তি আসে। এই মানসিকতার মিনার কিংবা দরোজা-জানালা বন্ধ ঘর থেকে বুদ্ধদেব জীবনানন্দের কাল-সমাজ-ইতিহাস-চেতনাপ্রতি ‘সাতটি তারার তিমির’ কিংবা ‘মহাপৃথিবী’-র কবিতাকেও গহণ করতে পারেননি। তিনি বরং তাঁকে ‘স্বপ্নের অনুকম্পায়ী’ ‘নির্জনের নির্বর’ হিসেবেই নিয়ন্ত্রিত দেখতে চেয়েছিলেন।

নজরুলের গান নিয়ে বুদ্ধদেব যথেষ্ট প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছেন। “গানের ক্ষেত্রে নজরুল সবচেয়ে সার্থকভাবে দান করেছেন। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর মধ্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী তাঁর গানের।” এই মন্তব্য সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসুর গানের অনুরাগ কবিতা ভিত্তিক; সেটি তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগ প্রসঙ্গেও প্রযোজ্য। এই তথ্যের সমর্থক স্বয়ং প্রতিভা বসুর মন্তব্য এবং ‘রবীন্দ্রনাথের গানে পদ্য ও গদ্য’ এই প্রবন্ধের বিশ্লেষণ। গান নিয়ে তত্ব শুধু কাব্য দিয়ে হবে না সুর এবং লয়-তাল মাড়িয়ে। সেই জন্য অবাক লাগে, যখন তিনি বলেন যে, ‘বীর্ঘব্যঞ্জক গানে চলতি ভাষায় যাকে ‘স্বদেশী গান’ বলে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই তাঁর স্থান হতে পারে।” যদি কোন প্রদেশে নজরুল পুরোধা পদপ্রাপ্ত হতে পারেন, এবং আজ অন্ধি,-তবে সেটা এই গণজাগরণ মূলক গানে। সুর-লয়ে তো বটেই, এমনকি পদ রচনায়ও তিনি এখানে সর্বাপেক্ষে।

‘নজরুলের কবিতা’ এই ছোট নিবন্ধটিতে জীবনানন্দ দাশ অনেক বেশি স্থিতিধী, গভীর এবং অন্তর্ভেদী নজরুল বিচারে। নজরুলের কবিতার রূপ এবং উত্থান সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য স্মরণীয়ঃ “... ইতিহাসোৎসর্গ কারণে এবং অঙ্গাঙ্গী নতুন সময়পর্ব তাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলো বলে তা একটা আশ্চর্য রজ্জুটায় রঞ্জিত হয়ে উঠেছিল যাকে মৃত্যুর বা অরুনের জীবনেরও বল মনে করতে পারা যেতো।” ‘বুদ্ধিসর্বস্বতার” হাতে ধরা পড়েননি নজরুল, তাঁর ‘কবিমানসের আত্মোপকার প্রতিভাই” কবিতার ক্ষেত্রে ‘অঙ্গীকার’ সুদৃঢ় করতে সমর্থ হয়েছিলো; ধনিময়তাও উৎকর্ষ না করে এমন নয়”। নজরুলী সাধনার সফলতা এবং সার্থকতা স্বীকার করেও, জীবনানন্দ জানিয়েছেন, কবিতা তবুও ‘মহৎ মান এড়িয়ে গিয়েছে।’ তার কারণও তিনি নির্দেশ করেছেনঃ “জনগণ তখন আজকের মত ইষৎ উন্নীত-কিংবা রূপান্তরিত ছিলো না; চমৎকার কবিতা চাচ্ছিলো”; ২. নিজেকে বিশোধিত করে নেবার প্রতিভা নেই এ-সব কবিতার বিধান।” স্মরণ করা যেতে পারে যে, প্রাগ-তিরিশের কবিতায় স্বাভাবিকতার দাবী বিশোধন এবং ‘অনুশীলিত সুস্থিরতার” পরিপন্থী সে কথা সুধীন্দ্রনাথ দত্তও ‘সংবর্ত’-র মুখবন্ধে উল্লেখ করেছেন।

রবীন্দ্রোত্তর এবং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কবিতার মধ্যে দূস্তর ফারাকঃ আধার ও আধেয় দুই মর্মেই। তবুঃ বুদ্ধদেব বসুর কথাই স্মরণ করা যাক, এটুকু তিনি দেখিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথের পথ ছাড়াও অন্য পথ বাংলা কবিতায় সম্ভব”। এবং সেটা সাহিত্যিক বিদ্রোহ এবং সাধনা সহ। নজরুলের ভালো কবিতায় যে স্বাগত বেগ এবং দীপ্তি রয়েছে তার যোগ্য উপস্থাপনে উত্তর কুড়ি ও কুড়িশো একের কবিতাও নবতর রূপ এবং অন্তঃসার নির্মাণে সক্ষম হবেন বলেই আমার বিশ্বাস। এই ঘটনার একট উদাহরণ অন্ততঃ জীবনানন্দের কবিতা থেকেই উত্থাপন করার প্রতিশ্রুতি রইলো।

পাদটিকা ও গ্রন্থপঞ্জীঃ

১. বুদ্ধদেব বসুঃ নজরুল ইসলাম, প্রবন্ধ সংকলন, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৮২
২. বুদ্ধদেব বসুঃ রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর সাধক, প্রবন্ধ সংকলন, দে’জ পাবলিশিং, ১৯৮২
৩. জীবনানন্দ দাশ, নজরুলের কবিতা- মীনাক্ষী দত্ত সংকলিত কবিতা, সংকলন ২, প্যাপিরাস, ১৩৯৫
৪. প্রবোধচন্দ্র সেন, নতুন ছন্দ পরিক্রমা, পৃঃ ২০৩, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮৬
৫. জীবনানন্দ দাসঃ কবিতার আত্মা ও শরীর, কবিতার কথা, সিগনেট প্রেস ১৩৭৯
- ৬.১.Pablo Neruda, Canto General, University of California Press, 1991.
- 6.1 Caesar Vallejo, The Complete Posthumous Poetry, University of California Press, 1978.

পেরুর এই মহৎ কবির একটি গণ-জাগরণী কবিতা অনূদিত হলো এই তুলনা এবং উপলব্ধির জন্য যে গদ্য কবিতায় উত্তর-বোদলেয়ারীয় আধুনিক প্রকরণে এই বিষয়ের কবিতা কতো অন্তর্দীপ্ত মহদুক্তি হয়ে উঠতে পারেঃ

যখন যুদ্ধ হলো শেষ

এবং সৈনিক হলো মৃত, একজন মানুষ এলো তার কাছে এবং বললোঃ, ম’রো না, এতোটা ভালবাসি তোমাকে
কিন্তু হায়! মৃতদেহ ম’রেই চললো।

দু’জন এলো তার কাছে এবং বললোঃ

‘আমাদের ছেড়ে যেও না! সাহস! ফিরে এসো জীবনে!’

কিন্তু হায়! মৃতদেহ ম’রেই চললো।

কুড়ি, একশো, হাজার, পাঁচ সহস্র জন, তার কাছে এলো

চিৎকার করে “এতোখানি ভালোবাসা

তবু মৃত্যুর বিরুদ্ধে কোন শক্তি নেই!”

কিন্তু হায়! মৃতদেহ ম’রেই চললো।

কোটি কোটি লোক তাকে ঘিরে ধরলো,

একই অনুরোধঃ ভাই, আমাদের ছেড়ে যেও না!”

কিন্তু হায়! মৃতদেহ ম’রেই চললো।

তারপর সারা পৃথিবীর জনগণ তাকে ঘিরে ধরলো;

মৃতদেহ তাদের দিকে তাকালো, করুণ, শোকার্ত;

সে ধীরে উঠে বসলো,

প্রথম মানুষটিকে জড়িয়ে হাঁটা শুরু করলো!

৭. বুদ্ধদেব বসুঃ রাত তিনটের সনেটঃ ১, যে আঁধার আলোর অধিক, এমসি. সরকার গ্র্যান্ড সঙ্গ, ১৯৬৬, দ্বিতীয় সংস্করণ।

৮. বুদ্ধদেব বসুঃ ক্লাইভ স্ট্রীটে চাঁদ, প্রবন্ধ সংকলন, দে’জ পাবলিশিং ১৯৮২

৯. বুদ্ধদেব বসু, সম্পাদকীয়, কবিতা, আশ্বিন, ১৩৫৩

১০. প্রতিভা বসু, ব্যক্তিত্ব ও বহুবর্ণে

১১. বুদ্ধদেব বসুঃ সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ, এম.সি.

সরকার গ্র্যান্ড সঙ্গ, ১৯৯১, তৃতীয় মুদ্রণ

১২. সুধীন্দ্রনাথ দত্তঃ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য সংগ্রহ, দে’জ পাবলিশিং ১৯৭৬

সংবর্ত-র মুখবন্ধঃ.....বছর দুয়েক পূর্বে সমস্ত কবিতা একত্রে গাঁথার ইচ্ছায় পুরাতন খাতা-পত্র ঘাটতে ঘাটতে আমি অনুমান করেছিলাম যে সে-সকল রচনা কেবল আমারই অপকীর্তি নয়; তখনকার আদর্শও বেশ খানিকটা অপরাধী।”

নজরুলের বিদ্রোহঃ উৎসের সন্ধান

আমিনুর রশীদ পিন্টু

যদি বলা যায় কবি নজরুল-কবিতাকে প্রাণবন্ত করে রেখে গেছেন বিদ্রোহের প্রলয় মাতন আর প্রেমের অগ্নিমাতন দিয়ে-তবে হয়তো অতিরঞ্জিত কিছু বলা হবে না। বিদ্রোহ আর প্রেম-এই দুটি জৈবিক বিষয়, মানবজীবনের রক্ত প্রবাহকে সদা সঞ্চালিত করে রাখে। প্রেম আছে বলেই বিশ্ব চরাচরে বিদ্রোহ আর বিপ্লবের গুরু। তেমনি আবার বিদ্রোহের মূল প্রবাহটির উৎস হচ্ছে প্রেম। এই প্রেমের উপাদান স্বদেশ, জাতি, মানব-সমাজ, নর-নারী যা বিশ্ব-প্রকৃতি বিষয়ক হতে পারে। বিজ্ঞান বলে বেগ আসে আবেগ থেকে। দুটি ভিন্নধর্মী বস্তু যখন একই রাগিনীতে রসায়ত হয়ে ওঠে তখন সৃষ্টি হয় অনুভূতির এবং তারই আকর্ষণে গতির ধাবমানতা। গতিময় এই পথ মাঝে মাঝে হয়ে উঠে খরস্রোতা। সেই বিপুল-তরঙ্গ খন্ড-বিখন্ড করে জীবন, সমাজ, সংসার ও জাতির কুসংস্কার আর জীর্ণতাকে। কবি নজরুল হয়তো সেই অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন। যাকে তিনি দিয়েছেন অমরত্ব তাঁর অপূর্ব কাব্যশৈলী দিয়ে। তিনি কবিতার রসসূধা দিয়ে বিরহকে তমাসাবৃত করে রাখতে চাননি। বরং উদ্যোগ নিয়েছেন সেখান থেকে প্রাণের পিদিমটি জ্বালাতে। এই খানেই নজরুলের অবিস্ম্য প্রতিভার স্ফুরণ।

বলাবাহুল্য নজরুলের বিদ্রোহের ঐশী-বাণীর মূল কারণ অন্যায় অত্যাচার এবং উৎপীড়ন। সমগ্র ভারতবর্ষ তখনো শৃংখলাবদ্ধ। সিপাহী বিপ্লব হয়েছে। শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ভেঙ্গে গিয়েছে। দিয়েছেন প্রাণ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম শহীদ বেদীতে। এর মূলে ছিলো উপনিবেশ শাসনের অত্যাচার এবং উৎপীড়ন এবং শোষণ থেকে মুক্তির বিপ্লব নজরুলের কাব্য-শিঙায় বেজে উঠলো প্রলয়ধ্বনি।

“পরোয়া করি না/ বাঁচি না বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে

মাথার উপরে জুলিছেন রবি। রয়েছে সোনার মত ছেলে

প্রার্থনা করো/ যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের প্রাস

যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায়/তাদের সর্বনাশ।”

(কবিতাংশ- আমার কৈফিয়ত)

এখানে দ্রষ্টব্য যে কবি নজরুল সোজাসুজি মানব-সমাজে না গিয়ে ফরিয়াদটি জানিয়েছেন “রবি” অর্থাৎ সূর্যের কাছে। সূর্যের প্রচন্ড দাবান্ন সমন্ধে সবাই অবগত। সৌরলোকের এই মহান শক্তির কাছে জাগতিক শক্তি অত্যন্ত মৌন। কবিতার মাঝে সেই শক্তির আঁধারটি তিনি নিবেদন করেছেন শোষিত ও পরাধীন জাতির মাঝে। তাঁর প্রার্থনা-সেই রবির প্রচন্ড কিরণ-আভা দিয়ে তিনি যেনো ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তুলতে পারেন নবোদ্যমে এবং নব-উৎসাহে। এখানে আরো দ্রষ্টব্য “রক্ত লেখা”-এই শব্দটি। হয়তো যে কোন আরাধ্য বস্তুকে পেতে হলে যে বিশ্বাস এবং উৎসর্গের প্রয়োজন হয়ে পড়ে-তাকে তিনি আবারো উদ্ধৃত করেছেন।

আসলে যে কোন প্রতিবাদ বা বিদ্রোহকে তরান্বিত করার জন্য প্রয়োজন-অবিনাশী শব্দরাশির। পৃথিবীতে যে সমস্ত বিপ্লব ঘটে গেছে যুগে যুগে-সেখানে জন-নেতাদের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতার কথা আমরা জানি। এটা হচ্ছে এক ধরনের অভিনব শব্দ-সংযোগ। বিজ্ঞানে যাকে বলা হয়েছে “রেজোনেন্স।”

অর্থাৎ দুটি পদার্থ যখন একই সুরে বাঁধা থাকে-তখন একটিতে যে শব্দ বেজে উঠে সেটা অপরটিকেও বাজিয়ে তোলে একই ঝংকারে। এটা পরীক্ষিত গবেষণা। সচেতন কবির শব্দের এই ধাবমানতা সম্বন্ধে সজাগ। সেজন্যেই তাদের কবিতায় প্রেমের যে সুর বেজে উঠে বা বিরহের যে রাগিনী মন্দ্রিত হয়ে ওঠে-আসলে সেটা যেনো অনেকেরই অন্তরের না বলা সব কথা। তাই শোনাযাত্রই তারা সেখানে জীবনের নিবিড় সান্নিধ্যটি খুঁজে পান। কিন্তু কবির তো রাজনৈতিক নেতা নন। যদিও যুগের দাবীতে এবং দেশ ও সমাজের প্রয়োজনে তাঁরা জনতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ওয়াল্ট্‌ হুইটম্যান, পাবলো নেরুদা নাজিম হিকমত এবং এমনি আরো অনেক বিশ্ববরেণ্য কবিদের স্মরণ করা যেতে পারে। শিল্পীদের দাবীতে এই সব জাগরণমূলক কবিতা অনেকাংশে গৌণ বলে অনেকে দাবী করেন। কিন্তু একইসঙ্গে সমালোচকরা এই অসাধারণ কাব্য-শক্তিকে সানন্দে মেনেও নিয়েছেন। নোবেল বিজয়ী কবি ওল্টাভিয়ো পাজ তাঁর এক উদ্ধৃতিতে বলেছেন-” কবিতাকে শিল্পের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা অনেকাংশে সম্ভব নয়। কবিতার পদাবলী যদি মন-চিন্তাকে জয় করতে পারে- সেইখানেই কবিতার দাবী অসীম এবং সেভাবেই কাব্য-শক্তি আদৃত।”

সুতরাং অনুমেয় যে সমস্ত প্রতিভা এবং অপার কাব্য-শক্তি থাকা সত্ত্বেও কবি নজরুল সমাজের, বৈষম্য-ক্রোধ এবং শ্রেনী চেতনা বোঝার জন্য উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন। সত্যি বলতে কি কবিতার বিষয়বস্তু এই দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত নয়। এবং সমাজের বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানব-জীবনও দায়বদ্ধ। নবী করীম (সাঃ) তার বিদায়-হজ্জের মহান বাণীতেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে বলেছেন। ধর্ম যেমন শান্তি ও মানবতার কথা বলে - তেমনি অন্যায় বা অবিচারের মতো “অসি” থেকেও সজাগ থাকতে বলে। সেই কারণেই যুদ্ধের মরণাশ্রু না দিয়ে বরং লেখনীর অস্ত্র দিয়ে যদি মানবের বিবেক বোধকে জাগানো যায় -তবে সেটা হবে বিনা রক্তপাতে বিপ্লব এবং সেখানেই কবির কৃতিত্ব।

অদৃশ্য সৌরলোকের সঙ্গে কবি নজরুলের আধ্যাত্মিক যে যোগাযোগ-সেটা “ফরিয়াদ” কবিতাে দ্রষ্টব্য।

“এই ধরণীর ধূলি-মাখা তব অসহায় সন্তান

মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও আদি-পিতা ভগবান

আমার আঁখির দুখ-দীপ নিয়া

বেড়াই তোমার সৃষ্টি ব্যাপিয়া

যতোটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি ভরে ওঠে সারা প্রাণ।”

কবি এর সঙ্গে আরো জুড়ে দিয়েছিলেন “এত ভালো তুমি/ এত ভালোবাসো/এত তুমি মহীয়ান।” এ যেনো কবির প্রণতি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে। হয়তো এই নিবেদন প্রকারান্তরে কবিকে এক আশ্চর্য শক্তিতে উজ্জীবিত করেছিলো কবির বিদ্রোহ -তারই একটি প্রমাণ।

তা না হলে কেমন করে “ফরিয়াদ” কবিতার শেষান্তে এসে তিনি লিখলেন এই পদাবলী?

“আকাশ-বাতাস বাহিরেতে আলো

এবার বন্দী বুঝেছে, মধুর প্রাণের চাইতে এাণ।

জয় নিপীড়িত ত্রাণ/জয় নব অভিযান। জয় নব উত্থান।”

এই নব উত্থানের আশ্বাদ কবি পেলেন কোথা থেকে?

কবির “বিদ্রোহকে” অনুধাবন করতে হলে এই সব প্রশ্নের আরো সূচারু এবং সঠিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কেননা পরম করুণাময়ের সৃষ্টিশীলতার অভাবনীয় কার্যক্রমে কবি যতোই মুগ্ধ হউক না কেন- তিনি প্রয়োজনে স্রষ্টার প্রতি বিরুদ্ধাচারণও করেছেন। কবির এই আচরণ-জাগতিক ঘটনাবলীর জন্যেই। তা’ নাহলে কবি’র কেন এই ঔদ্যভূপূর্ণ কণ্ঠ-“ আমি যুগে যুগে আসিয়াছি/পুনঃ মহাবিপ্লব হেতু/আমি স্রষ্টার শনি। মহাকাল ধুমকেতু।” (ধুমকেতু) এখনো কবির আরেক দ্বৈত সত্ত্বা। স্রষ্টার প্রতি অনুগত থেকেও তিনি ছিলেন মানবতার সপক্ষে। মানুষের জয়গান গাইবার জন্য এবং মানুষের আত্মশক্তিকে উদ্‌বোধনের জন্য প্রয়োজনে তিনি হয়ে উঠেছেন “মহা বিদ্রোহী”। বাস্তব কথাটি হলো-মানব জীবন কখনো তার স্থায়ীত্বকে অনুভব করতে পারে না যতক্ষণ না তার ভেতরের অনুভূতি এবং স্বপ্নকে বোধিতে রূপান্তরিত করতে পারে এবং তাকে প্রতিদিনের জীবন-সাধনের সঙ্গে সংযোগ করতে না পারে। কবির অনুভূতি এবং আবেগের দাসত্ব করেন বলেই-তার অবমাননায় হয়ে ওঠেন কখনো অভিমানী অথবা উচ্চকণ্ঠ। নজরুলের বিদ্রোহী সত্ত্বা সেইজন্যে আরো গবেষণার দাবী রাখে।

বাংলা কাব্যে শ্রেষ্ঠ কবিতা

“বিদ্রোহী”

নাসরিন চৌধুরী

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি

এই রাজ মুকুট তাঁরই প্রাপ্য।

নজরুল যদি আর কোন কবিতাও না লিখতেন, শুধু মাত্র একটি কবিতাই তাকে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে দেবার জন্য যথেষ্ট ছিল।

সেই অমর অসাধারণ কবিতার নাম বিদ্রোহী।

বাংলা সাহিত্যে, বহু প্রতিভাবান কবি, ছোট, বড় অজস্র কবিতা লিখেছেন, সমগ্র বিশ্ব সাহিত্যে এমন প্রাণবান, জ্বালাময়ী কবিতা অন্য কোন কবি লিখতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ!

নজরুলের কবিতা বিদ্রোহী, ১৪৬ লাইনের এই কবিতার ছন্দে ছন্দে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে নজরুলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, দৃঢ়তা অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন,নির্ধাতিত মানুষের হয়ে হুংকার তোলা, তাদের সপক্ষে লড়ে যাওয়ার তীব্র ঘোষণা দেয়া, আশ্চর্য! অতুলনীয় সুন্দর বিদ্রোহী কবিতা। বিদ্রোহী কবিতায় যে সব চিত্র কল্প, অলংকার, এবং রূপকের মাধ্যমে নজরুল তার আমিভূকে প্রকাশ করেছেন, তা অভাবনীয়।

কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই নবীন কবির তূর্য্য নিনাদে বিস্মৃত ও মুগ্ধ হয়েছিলেন। বিদ্রোহী কবিতা লেখা সমাপ্ত হলে নজরুল ছুটে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে। টগবগে, ছটফটে, দূরন্ত, তরুণ নজরুল স্বকণ্ঠে আবৃত্তি করে শুনান, দীর্ঘ, দীর্ঘ এই কবিতা।

বল বীর

বল উন্নত মমশীর

শির নেহারী, আমারি নত শির শিখর হিমাদ্রির

বল বীর

বল মাহবিশ্বের মাহকাশ ফাড়ি

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তাড়া ছাড়ি

ভুলোকে দুলোক গোলক ভেদিয়া

উঠিয়াছে চির বিশ্বয় আমি বিশ্ব বিধাত্রীর

মম ললাটে রক্ত ভগবান জ্বলে রাজ রাজটিকা দীপ্ত জয়শ্রীর

বল বীর

আমি চির উন্নত শির।

‘বিদ্রোহী’ নজরুলের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথ শুনে স্তব্ধ বিশ্বয়ে কবির মুখের দিকে চেয়েছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করে বললেন

“আমি মুগ্ধ হয়েছি তোমার কবিতা শুনে। তুমি যে

বিশ্বখ্যাত কবি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

তোমার কবিতা প্রতিভার জগৎ আলোকিত হোক বরাবরই ভগবানের কাছে এ প্রার্থনা করি।

বাস্তবিকই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুধাবন করতে পেরেছিলেন নজরুল ঝড়ের কবি, বিশ্ব সাহিত্যে আলোড়ন তুলবার মত তার গগণ চুম্বি প্রতিভা আছে।

বলবীর চির উন্নত মম শির বিদ্রোহী কবিতার সূচনা লাইন।

প্রথম লাইনটি পড়বার পরই হৃদয়ে কেমন যেন শীর শীরে সাহসের সঞ্চারিত হয়। মানুষের পরাধীনতা, গোলামীর শাসন, শোষণ, অত্যাচারের জিজির ভাঙবার দৃঢ় শপথ বাক্য উচ্চারিত হচ্ছে।

সামাজিক রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম ক্ষেত্রের অবিচার আজ আকাশ স্পর্শী হয়ে উঠেছে। সংগ্রামিত মজলুম মানুষের লোনা অশ্রুতে আকাশ বাতাস দুঃখের তাপে ছেয়ে গেছে। তার বিরুদ্ধে যে মানুষকে বিদ্রোহ করতেই হয়। তা না হলে

মনুষ্য চরিত্র উপর তলার অন্ধ মানুষ গুলোর বিবেকহীন আচরণে অপমানিত হয়। ধুলায় লুপ্তিত হয় দরিদ্র মানুষের চাপা কান্না। যতদিন পৃথিবীর বুক হতে পাপ তাপ দূর না হবে ততদিন কোন সমাজ সচেতন মানুষ নিজেকে সুখী ভাবতে পারে না।

যখন নজরুল বলেন—

মহা বিদ্রোহী রণ ক্লাস্ত

আমি সেই দিন হবো শান্ত

যবে উৎপাড়িতের ক্রন্দন রোল আকাশে বাতাসে

ধ্বনিবে না

অত্যাচারির খড়্গ কৃপাণ ভীমরণ-ভূমে

রণিবে না

বিদ্রোহী রণ ক্লাস্ত

আমি সেই দিন হবো শান্ত”

আসলেই নজরুল শান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এই ভাবে তার স্তব্ধ হয়ে যাওয়াটা বেদনার।

কিন্তু অত্যাচার অন্যায় শাখায় প্রশাখায় দুনিয়া ব্যাপী ক্রমশ বিস্তার লাভ করছেই। নজরুল এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নের শান্ত সুন্দর, মানুষে মানুষে বৈষম্যহীন পৃথিবীর রূপ হয়তো আমরা কোনদিনই দেখতে পাবো না। তাই কি অভিমানে বিদ্রোহী কবি একদিন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন? কেবলই তিনি নীরব চোখে চেয়ে রইলেন। সে চোখে ভাষা নেই। আশা নেই।

অথচ বেগবান অমিত তেজের হৈ হলুর ভালোবাসার মানুষ নজরুল তাঁর কাব্যে এমন একটা সুর ঝংকৃত হয়ে উঠেছে যার সঙ্গে এর আগে বাঙালী পাঠকের পরিচয় ছিল না।

নির্ধাতিত মানবতার মুক্তির গান গেয়ে নজরুল আকাশ বাতাস প্রকৃতি এবং মানুষকে জাগিয়ে তুলেছিলেন বিদ্রোহী কবিতার প্রতিটি ছন্দে।

যখন তিনি বলেন—

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা

করি শত্রুর সাথে গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা

আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!

আমি মহামারি, আমি ভীতি এ ধরিত্রীর।

আমি শাসন-দ্রাসন, সংহার আমি চির অধীর

বল বীর

আমি চির উন্নত শির।

বাংলা কবিতার শ্রেষ্ঠ কবিতার জনক-কবি নজরুল

নিজেকে উন্মাদ আখ্যা দিয়েছেন। কখন ও বলেছেন তিনি ঝড় অথবা মহামারী, মুখ খুবড়ে পড়ে পড়ে মার না খাওয়ার এ এক প্রচলিত প্রতিবাদ মহামারী আকারে তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত হবেন ধরনী যে তার জন্য ভীত হবে এ কথাও নজরুল জোরালো ভাবে উত্থাপন করেছেন।

নিজেকে তিনি ঝড় মহামারী সাইক্লোনের সাথে তুলনা করলেও আবার কোন ছন্দে বলেছেন তিনি জগদীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য

আমি তাথিয়া তাথিয়া জাগিয়া ফিরি স্বর্গ-পাতাল মর্ত্য।

নজরুল তার বিদ্রোহী কবিতা স্বর্গ এবং নরকের দুটি অবস্থানেই নিজেকে আবিষ্কার করেছেন। নিজেকে তিনি জগদীশ্বর ঈশ্বর বলতেও কুণ্ঠিত হননি। অর্থাৎ বিদ্রোহী কবিতা যখন কলমের স্পর্শে অক্ষরে বাক্য রূপকে চিত্র কল্পে লাইনের পর লাইন পরিষ্কৃতিত হতে থাকে নজরুল তখন আর নিজের মধ্যে নেই। তিনি সৃষ্টির উল্লাসে প্রায় পাগল পারা

আমি অর্কিয়ারসের বাঁশরী

মহা সিদ্ধ উতলা ঘুম-ঘুম

ঘুম চুমু দিয়ে করি নিখিল বিশ্বে নিব্বাঝুম

আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া

ভয়ে সপ্ত নরক হাবিয়া দোজখ নিভে নিভে যায় কাঁপিয়া

আমি বিদ্রোহী-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

আমি'র মাধ্যমে নজরুল সর্বত্র বিরাজমান, স্বর্গ নরক মহাকাশ, চন্দ্র সূর্য ধরণী কোথায় নেই তিনি। ভগবান যেমন মহাবিশ্বকে তার সূচরু পরিচালনার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করছেন, নজরুল তার বিদ্রোহী কবিতায় আবির্ভূত হয়েছেন বেগবান অশ্বের মত। ঈশ্বরের মতই যেন তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

বিদ্রোহী কবিতার প্রধান সুরই হচ্ছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। আমি আগেই বলেছি, স্বর্গ-নরক, পাতাল, সাইক্লোন, মহামারী, ঝড় তিনি মানব এবং দানবের ও ভয়। কবি কখন ও শান্ত প্রেমিক কুমারীর বেণী, ষোড়শীর হৃদয়।

আমি বিধবার বুকে ক্রন্দন, শ্বাস, হা-হুতাশ

আমি হুতাশীর

আমি বঞ্চিত ব্যথা পথবাসী চির গৃহহারা যত পথিকের

আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা, তার কাঁকন চুড়ির কন-কন।

বিদ্রোহী কবিতায় আছে প্রেমের রিনিঝিনি নুপুড়ের নিক্কণ। একাধারে কবি আমি'র মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন তার সমস্ত চাওয়া পাওয়া। আকাংখার তীব্র নিনাদ ফুটে উঠেছে এই কবিতায়। তার চরম প্রত্যাশার বানী নিবন্ধ হয়েছে শেষ কটি চরণে।

আমি চির-বিদ্রোহী বীর-

আমি বিশ্ব ছড়িয়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির।

তিনি একে তো বিদ্রোহী তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু মাথা উঁচু করে বীরের বেশে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার কবি। পেছনের কাতারে থাকবার পাত্র নন নজরুল। তিনি তার সঙ্গে কাউকে পান আর না পান সেদিকে তার ক্রক্ষেপ নেই। আক্ষেপ নেই তিনি বিশ্বকে ছাড়িয়ে একাই চলতে পারেন, তার মাথা উন্নত।

নজরুল কবো মানবতার জয়গান সুস্পষ্ট কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। বস্তুত, তিনি বাংলাদেশের একমাত্র আপোষহীন যোবন ও পৌরুষের কবি। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে নজরুল তার কবিতায় হংকার তুলেছেন জেল খেটেছেন। কারাগারে বসেও অমিত সাহসের ঝাকড়া চুলের বাবরী দোলানো নজরুল বিদ্রোহী কবিতার আমিটির সত্ত্ব বিসর্জন দেননি। এই কারণেই নজরুলকে কবি গুরু আশীর্বাদ করে বলেছিলেন “তোমার কবিত্ব প্রতিভার জগৎ আলোকিত হউক বরাবরই ভগবানের কাছে এ প্রার্থনা করি।”

বিদ্রোহী কবিতায় নজরুল ছড়িয়ে দিয়েছেন রুদ্র ভরা বিশাল মাঠে রাশি রাশি মনিমানিক্য। বিদ্রোহী কবিতায় প্রতিটি ছন্দেই দুর্লে উঠে মন। নেচে উঠে শরীর পাগলা ক্ষ্যাপা বাউলের মত।

আমি পরশু রামের কঠোর কুঠার

নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার

শান্তির অন্বেষণেই নজরুল লড়ে গেছেন যতদিন তার জ্ঞান ছিল, বোধ ছিল, চেতনা ছিল, ততদিনই বিদ্রোহীর আমি'র প্রবল বেগ বেয়ে চলেছিলেন। নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা বিশ্বময় ছাড়িয়ে দেয়ার সময় এসেছে, সৈনিকের কাধে বন্দুক, যুদ্ধের ময়দানের কামান, বোমা, এটম বোমার চাইতেও যে কলমই শক্তিশালী, অসির চেয়ে মসি শ্রেষ্ঠ এ কথা ষোল আনাই খাঁটি। বিদ্রোহী কবিতা একটি প্রচন্ড যুদ্ধকে থামাতে সক্ষম এমন তার আহ্বান। ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগষ্ট বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিতার জনক কাজী নজরুল ইসলাম এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। দেহগতভাবে তার প্রয়াণ ঘটে। কিন্তু যখন তিনি বাকহারা হয়ে যান তখন একরকম মৃত্যুই যেন আলিঙ্গন করেছিলেন। পৃথিবী থেকে অন্যায় বিলুপ্তি না হওয়ার কারণেই কি তিনি এমন ভাষাহীন নীরব কবি হয়েছিলেন পৃথিবীতে কিছুটা সময়...হয়ত তাই।

কবি কাজী নজরুল ইসলাম

আলোয়া চৌধুরী....

বিশ্বের মানুষের ভীড়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম উৎস সর্বকালে সর্ব মানুষের কল্যাণে
কবি নজরুল মানুষ বিপ্লব দৌহের সংগীতে বজ্রকণ্ঠ
কবি নজরুল জাতে বিশ্বাসী ছিলেন না- মানুষ দাবীতে তাঁর শব্দ বোমা বিস্তার করেছে
সমগ্র সংস্কৃতিকে.....

কবির জন্ম ১৮৯৯ মৃত্যুর সহবাসে ঘুমিয়েছেন ১৯৭৬-এ

মাত্র তেইশ বছরে তিনি কলম বাঁশীতে বাজিয়েছেন

শব্দ বারুদে যুদ্ধ উল্লাস

মানুষের কল্যাণে.....।

শব্দ বন্দুকে মুক্তির গানে

শব্দ প্রেমে সৃষ্টির স্বাসে।

কবি নজরুল মানুষের কবি, মানুষের দুঃখ বোধে, মানুষের সুখ নৃত্যে

মানুষের বলার দাবিতে মানুষের পাওয়ার দাবিতে কবি ছইসেল।

কবি মানুষকে-নারীকে-নরকে-শিশুকে-প্রেমকে

জাগিয়ে তুলেছেন ‘জাতের বজ্রাতিতে’ কবি গেয়েছেন মুক্ত গান....

‘জাতের নামে বজ্রাতি সবজাত-জালিয়াং খেলছে জুয়া

ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া॥

হকোর তোর আর ভাতের হাড়ি ভাবলে এতেই জাতির জান

তাই তো বেকুব করলি তোরা এক জাতিতে এক’শ খান॥

কবি নজরুল মানুষ সুখের দাবিতে শান্তির বাঁশি॥

মানুষ প্রেমে কবির জীবন উৎস, মুক্তির আন্দোলনে কবি মন্ত্র মুগ্ধ।

কবির বক্তৃতায় ঝরে দেশপ্রেমে অগ্নি কবি নারী প্রেমে উল্লাস

কবি শিশু প্রেমে উন্মাদ॥

‘পার হয়ে কত নদী কত সে সাগর

এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর’

কবি শিশুদের হৃদয়ে নাড়া শব্দ।

কবি কণ্ঠে বার বার বেজে উঠেছে মানুষের অধিকারের গান

‘কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙ্গে ফেল কররে লোপাট

শিকল গড়ার ছল মোদের এ শিকল পরা ছল

এই শিকল পরেই তোদের করবো রে বিকল॥

কবি ছাত্র রাজনৈতিক আন্দোলনে মজলিস ডেকেছে কবিতা শব্দে

‘আমরা ছাত্রদল

মোদের পায়ের তলায় মুর্ছে ভুফান

উর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল॥

কবি নজরুল উর্ধ্ব গগণে উতাল গান স্বদেশ প্রেমে বাজিয়ে জাগিয়েছে ভূমি।

কবি সুন্দর ঐশ্বর্যে হাতের কাঁকনে বিভোর হয়েছেন
'আমি সাগর পাড়ি দেব সওদাগর
সাত সাগর ভাসবে আমার সপ্ত মধুকর॥

কবি মানুষের হৃদয়ে গেঁথেছে মমতার বাঁধনে।
কবি চাষি কবিতায় শিশু পাঠকদের হৃদয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘূর্ণিপাক
মুগ্ধ করে জয়, শিশু পাঠকের হৃদয়ে ফুটে যেন ফুলদানি
যেমন
'চাষীকে কেউ চাষা বলে
করিও না ঘৃণা
যদি চাষী না করিত চাষ
বাঁচতাম না আমরা কেউ॥
ও সে কৃষাণী বেণী রোদ্রে পুড়ে
বৃষ্টিতে সে ভিজি দিবারাত্রি
মোদের ক্ষুধার অন্ন যোগায়
চায় না-ক সে খ্যাতি॥

কবি জ্বলে উঠেছেন মানুষের সম্মানে-কবি ছিন্ন করে সামাজিক নষ্টামি-
বিপ্লব ডেকে তাঁর কলম রাইফেলে।

কবি সর্বহারা কবিতায় সমুজ্জল কেঁপে কেঁপে উঠেছেন মানুষের পক্ষে
ভাষা মন্ত্রের বারুদে।
ইশ্বরের উত্থানে কবিতায় কবি বাজিমাত করেছেন তাঁর প্রজ্ঞার তুঙ্গে
'মহা মানবের মহা বেদনার আজি মহা উত্থানে
উর্ধ্বে হাসিয়েছে ভগবান নীচে কাঁপিতেছে শয়তান।
কবির সর্বহারা কবিতায় ভগবান এবং শয়তানের শক্তিতে মানুষ
লভভন্ড মুড়েছে সৃষ্টির শিয়রে।
কবি প্রতিবাদে লড়ে-ইশ্বর মাতামাতি করে না এক নিয়মে শাসন করে
মানুষ এখন নতুন মমতার রসে বাজায় শক্তি
কবি মানুষকে বলে বলে
'বীর বরণ বলয়ে সত্যের প্রতিবাদে ভাঙ্গো নিয়ম॥
কবি কাজী নজরুল মানুষের মুক্তির জন্য হয়েছেন উছাল উজান,
বাঁধা বন্ধন ছিড়ে লড়ে লড়ে গেয়েছেন উল্লাসের গান।
কবিতা ফুলন চাঁপা-য় কবি বলেছেন
'আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে, আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।
কবি উচ্ছাসে আশুন কঠে কেঁপে উঠে যেন তুফান মানুষের সুখের উল্লাসে।
কবিতা বিদ্রোহী-তে কবি ঠমকি চুমকিতে দ্রোহে বাঁশিতে বাঁজিয়েছেন ঘন্টার ধ্বনি
মানুষ বোধের দাবীতে।
'বল বীর বল উন্নত মম শির
আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চेतন
আমি বিশ্ব তোরণে বৈজয়ন্তি মানব বিজয়-কেতন।
ছুটি ঝড়ের মতন করতালি দিয়া
স্বর্গমত্য করতল।
কিংবা
'আমি দেবশিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিড়ি বিশ্ব-মায়ের অঞ্চল॥

বিদ্রোহী কবিতায় শ্রাবণের মেঘ ডেকে কবি নাচিয়েছেন ছাপিয়া মহাবিশ্ব
ইশ্বর খেলার বোধ তছনছ করে।
'আমি রুষে উঠি যবে ছুটি মহাকাশ ছাপিয়া,
ভয়ে সপ্ত-নরক হাবিয়া দোযখ নিভে নিভে যায় কাপিয়া!
আমি বিদ্রোহ-বাহী নিখিল অখিল ব্যাপিয়া!

কবি নজরুলের জীবন সফলতার গানে শব্দ প্রদর্শনীতে জাগিয়েছেন
অনিয়মের তান্ডব।
কবি অন্যায় শাসনের বিরুদ্ধে দমকা বাতাস উড়িয়েছেন সাহসের প্রয়াস।
কবি মানুষের দুঃখ কঠে হিম বোধে খুঁড়েছেন হৃদয়ে ঘষে হৃদয়।
কবি অন্ধকারে জ্বলে উঠেছেন কঠ বাজিয়ে দামাল।
কবি কাজী নজরুল ইসলাম মানুষের কবি অনুভবে
ফুটে উঠেছেন সুখ-দুঃখের ভার বহন করে।
কবি শ্রমের ঘামে
নুনের মাটিতে লেপটে নৈঃশব্দে।
কবি জ্বলে উঠেন আফগান শহরে আশুন আওয়াজে।
একি ফরিয়াদে কবি ইশ্বরকে বলেন

'গম্বুজ করে গুমরিয়া কাঁদে মসজিদে
কে কাঁদে? গুমরিয়া মন্দিরে,
কে কাঁদে গির্জায়?
কবির প্রশ্ন প্রতিবাদে.....।
কিংবা
'বেলালের-ও আজ কঠে আজান ভেঙ্গে যায়
কেঁপে কেঁপে।
দোহাই তোদের এবার তোরা সত্য করে সত্য বল॥
কবি কাদের জন্য খুঁড়ে কলম সত্যি করে সত্যি বল
বিস্তার বিশ্বে বায়না রাখেন?
'আমার কবিতা তুমি-কবিতায় কবি প্রেমের শব্দ বুনেছেন
যেন শস্যে ফুল।

প্রিয়া রূপ ধরে এতে দিনে এলে আমার কবিতা তুমি
আঁখির পলকে মরুভূমি যেন হয়ে গেল বনভূমি
জুড়ালো গো তার শত জনমের রৌদ্র দম্ভ কায়া
এত দিনে পেল তার স্বপ্নের স্নিগ্ধ মেঘের ছায়ায়॥

কবি নজরুল তাঁর রচনা সম্বন্ধে আকাশছুঁয়ে মাটি আকঁড়ে ধুম ধ্বনি চাষ সাহিত্যের
ময়দান নির্মাণ করেছেন সর্বকালের জন্য বলংবলং
'এক আল্লাহ জিন্দাবাদ-কবিতায়

উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ
আমরা বলিব সাম্য শান্তি এক আল্লাহ জিন্দাবাদ॥

প্রেমের আবাদে কবি মানুষের
সুখ চেয়েছেন জাতহীন লোভ বশে বাহানা ভেঙ্গে
হানাহানি

মানুষে মানুষে সে যেনো
পৃথিবীর জন্য ইতিহাসে অশান্তি দেখে দেখে
জাতে জাতে ঘষে ঘষে
মুসলমান-হিন্দু-খৃষ্টান-জু
কোলাহল ক্ষয়ে রক্তে
কবি আল্লার রাজ্যে সুখ মানবতা চেয়েছেন
দ্বন্দ্ব বিহীন
আবেদনের আওয়াজ তুলে তাঁর শব্দভূঙ্গের বিলাপে।
অর্জুন বলুয়া আঁচড়ে কামড়ে মরণপণ যুদ্ধ ডেকে কারবালা
মানুষ শব্দে কবি রুদ্ধস্থাসে বলয়
ইজ্জত লড়াইয়ে কবি ঝাপিয়ে পাগল বিচারক।
কবি নজরুল জনের মধ্যে বাজায় বাশি
কবি নজরুল মৃত্যুতে মগ্ন দমকে মন্ত্র রোধনে.....।
কবি নজরুল গৃহস্থের দিনলিপিতে আলো,
কবি নজরুল কৃষাণী আলিঙ্গণে কুহুস্বর, কবি নজরুল শ্রমের ভিজা ঘামে
উচ্চস্বরে আঁকড়ে ধরে, কবি নজরুল মজবুত কলমে খুঁড়ে
ধান মাটিতে চষে সুখ কলে কারখানা অসম্ভব কষ্টের সুখে বেঁচে
জলে মজুরের স্বপ্ন।
কবি নজরুল ভিজা চুলের সুগন্ধ গ্রেমের আনন্দ চৈতে উড়ে বলে

উঠরে চাষী জগৎবাসী, ধরে কষে লাঙ্গল
আমরা মরতে আছি ভালো করেই মরবো
এবার চল।

আমিও কবির মতো বলি, এবার চল, মানুষের সুখে গাই গান,
মানুষের দুঃখ রোধ করি মেঘের স্নানে ভেসে
জ্বলে উঠে দীপ।
দাবিতে বজ্রকণ্ঠ বাতায়নে।



Nazrul the musician

নজরুলের জীবন

জিয়ারত হোসেন

বিদ্রোহী কবি হিসেবে খ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে এক অনন্য প্রতিভা। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন ও সমাজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সরাসরি প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর তাঁকে ‘বিদ্রোহী’ খ্যাতি দিয়েছে। প্রায় চার হাজার গান ও অসংখ্য সাহিত্য কর্মের রচয়িতা নজরুল বাংলা সাহিত্যে এক, দিকপাল হয়ে আছেন। তাঁর সাহিত্য কর্মের পূর্ণাঙ্গ দিক নির্দেশনা দিয়ে বাংলা একাডেমী ১৯৯৬ সালে চার ভলিউমে ‘নজরুল রচনাবলী’ প্রকাশ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমি বহুল পরিচিত নজরুল গীতি’র রচয়িতা কবি নজরুলের শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করছি।

বর্তমান পশ্চিম বাংলার চব্বিশ পরগনা জেলার চুরুলিয়া গ্রামে কাজী ফকির আহমদ ও জাহিদা খাতুনের ঘরে ১৮৯৯ সালে ২৪শে মে নজরুলের জন্ম হয়। তিন ভাই ও এক বোনের সংসারে নজরুল ছিলেন দ্বিতীয় সন্তান। দরিদ্র পরিবারের জন্য নেবার জন্যে তাঁর ডাক নাম ছিলো ‘দুখো মিয়া।’ মাত্র নয় বছর বয়সে পিতৃহারা নজরুলকে সংসার চালানোর জন্যে স্কুল ছেড়ে কর্ম জীবন চুকতে হয়।

দশ বছর বয়সে নজরুল গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা ও স্থানীয় মসজিদে মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি স্থানীয় একটা যাত্রাদলে অভিনেতা ও কম্পোজার হিসাবে যোগ দেন। এগার বছর বয়সে নজরুল স্কুলে ফিরে আসেন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে। কিন্তু অর্থনৈতিক টানাপোড়নে আবার স্কুল ছাড়তে বাধ্য হন এবং কাজ নেন আসানসোলার এক রুটির দোকানে। ১৯১৪ সালে নজরুল ময়মনসিংহের খ্রিশালে স্কুলে ভর্তি হয়ে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর অনুবাদ সাহিত্য ছাড়াও, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষা বিভিন্ন শব্দ সাফল্যের সাথে প্রয়োগ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষিতে তিনি ১৯১৭ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ইন্ডিয়ান আর্মার ৮৯তম বাঙালী প্লাটুনে কাজ করেন। যুদ্ধ শেষ হয়। এ সময় নজরুল কমরেড মোজাফফর আহমেদের সাথে বাস এবং কাজ করেন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। পরবর্তীতে শেরে বাংলা ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি মোজাররফ আহমেদের সাথে দ্বৈতসম্পাদনায় ‘নবযুগ’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯২১ সালে বিয়ের দিনে কোন এক অজানা কারণে কুমিল্লার নার্গিসকে (পূর্ণনাম-সৈয়দা খাতুন বা নার্গিস আনার খানম) বিয়ে না করে নজরুল কলিকাতায় চলে যান। নার্গিসের সাথে নজরুলের পরিণয় না হলেও, নজরুল বিভিন্ন সাহিত্য কর্মে নার্গিস চরিত্রটি ফুটিয়ে রেখেছেন। ১৯২৪ সালে কুমিল্লার আরেক মেয়ে-প্রমীলা দেবীকে (পূর্ণ নাম আশালতা সেনগুপ্তা) কলিকাতায় বিয়ে করে নজরুল হুগলীতে বসতি স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য প্রমীলার সাথে নজরুলের বিয়েকে কটাক্ষ করে ব্রাহ্ম সমাজ নজরুলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপপ্রচার করতে থাকে। মানসিকভাবে ব্যথিত নজরুল সাহিত্য কর্ম দ্বারা এ অপপ্রচারের প্রতিবাদ করেন (এক্ষেত্রে তাঁ উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা হলো বিশের বাঁশী ও ভাস্কর গান)।

নজরুলের প্রথম সন্তান কৃষ্ণা (মোহাম্মদ আজাদ কামাল) ১৯২৪ সালে জন্মের পর পরই মারা যায়। তাঁর দ্বিতীয় সন্তান বুলবুল এর ১৯২৬ সালে কিন্তু ১৯৩০ সালে বুলবুল মারা যায়। উল্লেখযোগ্য যে অসুস্থ বুলবুলের শয্যাপাশে বসে নজরুল ফার্সী কবি হাফিজের কাজের অনুবাদ করেন তাঁর অন্য দু’জন পুত্র হলো কাজী সব্যসাচী ইসলাম ও কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম। তারা কবিতা আবৃত্তি ও বাদ্যযন্ত্রে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। অনিরুদ্ধ ও সব্যসাচী যথাক্রমে ১৯৭৪ ও ১৯৭৮ সালে মারা যায়।

নজরুল আন্তরিকভাবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য স্থাপনে এবং সক্রিয়ভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লিখতে ও কাজ করতে থাকেন। ব্রিটিশরা তাঁকে ১৯২২ সালে গ্রেফতার করে প্রায় এক বছর কঠিন শ্রম দিয়ে জেলে রাখে। এ সময় রাজনৈতিক বন্দীদের উপর ব্রিটিশদের অবিচারের প্রতিবাদে তিনি ৩৯ দিন ব্যাপী হাঙার ঈর্ষিক করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তি যেমন কবি গুরু রবী ঠাকুর ও চিত্তরঞ্জন দাস নজরুলকে টেলিগ্রাম পাঠান হাঙার ঈর্ষিক ভাঙ্গার জন্য। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি জেল থেকে ছাড়া পান।

কবি নজরুলের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুধু তাঁর লেখনীতেই সীমাবদ্ধ ছিলো না। তিনি ভারতীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। তিনি ১৯২৫ সালে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটিতে সদস্য পদ নেন। একই বছর তিনি মজুর স্বরাজ পার্টিতে অংশ নেন। ১৯২৬ সালে তিনি জাতীয় পার্লামেন্টের নির্বাচনে অংশ নেন।

বিভিন্ন শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে নজরুল ওতোপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯২৭ সালে ঢাকায় ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ১৯২৯ সালে তিনি ‘চিটাগাঙ মুসলিম তরুন সম্মেলনে’ সভাপতিত্ব করেন। ১৯৪০ সালে তিনি কলিকাতায় অনুষ্ঠিতব্য ‘বেঙ্গল সোসাইটির’ সিলভার জুবিলী সম্মেলনে

সভাপতির ভাষণ দেন। দেশ জুড়ে আরো অসংখ্য শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সম্মেলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

১৯৪২ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর অসুস্থতার মাত্রা বাড়তে থাকলে, ১৯৫২ সালে নজরুলের চিকিৎসার জন্যে এক মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। বোর্ডের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে ১৯৫৩ সালে চিকিৎসার জন্যে লন্ডন ও ভিয়েনা-তে পাঠানো হয়। দেশে-বিদেশে চিকিৎসার পরেও তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। এ অবস্থায় ১৯৬২ সালে তাঁর স্ত্রী প্রমীলা দেবী মারা যান।

কবির বাংলা সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতি ও তাঁর সৃচিকিৎসা ও বাসস্থানের জন্যে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার কবি ও তাঁর পরিবারকে পশ্চিম বাংলা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন। ধানমন্ডির ২৮ নম্বর রোডে কবিকে বাসস্থান দেয়া হয় এবং সার্বক্ষণিক সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকলে ১৯৭৫ সালে তাঁকে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অত্যন্ত সবাধ এই বীর ও বুলবুল কবি দীর্ঘদিন নির্বাক থেকে ১৯৭৬ সালে ২৯ মে আগস্টে ঢাকার পিজি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে কবিকে সমাধিস্থ করা হয়। নজরুলের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো নীচের টেবিলে ক্রনোলজিক্যালী দেয়া হলো।

সাল	নজরুল ঘটনাসমূহ
১৮৯৯	- জন্ম
১৯০৮	- পিতৃবিয়োগ
১৯১০	- প্রাইমারী স্কুল এডজুয়েশন
১৯১১	- বর্ধমানের মাতরান হাইস্কুলে ভর্তি
	- আসানসোলের বেকারীতে কাজ;
১৯১৪	- ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্তি
১৯১৭	- ইন্ডিয়ান আর্মীতে যোগ
১৯২০	- কমরেড মোজাফফর আহমেদের সাথে কাজ
১৯২১	- কুমিল্লার বাকদস্তা নার্গিসকে বিয়ে না করে কলিকাতায় গমন
১৯২২	- বৃটিশ কর্তৃক শ্রেফতার হন
১৯২৩	- এ এক বছর জেলের দন্ড পান
১৯২৪	- প্রমীলা দেবীর সাথে পরিনয়
	- দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম
১৯৩০	- বৃটিশ কর্তৃক শ্রেফতার হন
	- দ্বিতীয় সন্তানের মৃত্যু
১৯৪২	- রোগে পীড়িত হন
১৯৪৫	- কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘জগৎতড়নী’ গোল্ড মেডেল পান
১৯৫৩	- চিকিৎসার জন্যে লন্ডন ও ভিয়েনা গমন
১৯৬০	- ভারতীয় সরকারের ‘পদ্মভূষণ’ পদবী লাভ
১৯৬২	- স্ত্রী প্রমীলা দেবীর মৃত্যুবরণ
১৯৭২	- ঢাকা আগমন ও বাসস্থান
১৯৭৪	- ডক্টরেট ডিগ্রী পান
১৯৭৬	- বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশী সিটিজেনশীপ দেন;
	- ‘একুশে’ স্বর্ণপদ পান
	- মৃত্যুবরণ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে সমাধিস্থ হন।

অন্যায়ের প্রতিবাদ, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্যে নজরুল সবদা কাজ করে গেছেন। এ সমস্ত কর্মকান্ডের ভিতর দিয়ে তিনি স্বকীয়ধারার অজস্র গান, কবিতা ছড়া, ছোট গল্প, কাব্য, প্রবন্ধ, নাটক ইত্যাদি লিখে গেছেন। নজরুলের সংগ্রামী জীবন ও সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য বাঙালী জাতি ও সংস্কৃতিকে অশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। নজরুলের সাহিত্য ও জীবনকে নিয়ে বিভিন্ন লেখকদের বিস্তর প্রকাশনা রয়েছে। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখক যেমন কবীর চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আসাদুল হক গোপাল হালদার, বাসুধা চক্রবর্তী, রফিকুল ইসলাম-এদের প্রকাশনা পড়লে নজরুল সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা যাবে। তাছাড়া ফিরোজা বেগমের কণ্ঠে শুনা নজরুল গীতি বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুলকে আরো মনে করিয়ে দেবে।

নজরুলের গানে সুরের মৌলিকতা

কিছু বিশ্লেষণ-কিছু চিন্তা

মোঃ গোলাম সোহরাব

কথায় আছে ‘অনাথ’ চিরকালই অবহেলা ও অনাদরের সামগ্রী। এই সত্য বাণীটি সম্ভবতঃ অভিভাবকহীন নজরুলের গানে সুরের মৌলিকতা টিকে না থাকার বিশেষ কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সত্যি কথা বলতে কি প্রতিটি গান জন্ম নেবার পেছনে সর্বদাই কাজ করে তদানিন্তন মনের ভাব ও সমসাময়িক পারিপাশ্বিকতা। কিন্তু বন্ধু বৎসল ও আড্ডাপ্রবণ নজরুলের বেশীর ভাগ গান রচনা হয়েছিল নানা প্রকার গোষ্ঠি অথবা হাজার রকম মানুষের আদার, অনুরোধ বা অবস্থার দাবীতে। কাকে, কবে, কখন কোন গান তিনি লিখে দিয়েছেন, কবি নিজেও তা মনে রাখেননি। সময়ের সাথে সাথে সবই বদলায়। তাই অনেক নজরুলের গানের বর্তমান সুরকে যদি লোকে আজ বিকৃত বলে ব্যতিক্রম দেখলেই আমরা বলবো বিকৃতি, কিন্তু যারা অভ্যস্ত নয়, তাঁদের বেলায় কি হবে? অস্বীকার করবোনা, নজরুলের অনেক গানই আজ তাদের মৌলিকতা হারিয়েছে। কিন্তু এই মৌলিকতার পরিবর্তন কেন হয়? অতীতে যখন কোন গুপ্তক ছিলনা অথবা লেখার কোন প্রচলন ছিলনা, ভারতীয় সঙ্গীতের ধারা পারিবারিক পরম্পরা অথবা গুরু-শিষ্য বিনিময় প্রথায় ভবিষ্যত প্রজন্মে বহমান হয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে কি এই সুর বিকৃতির জন্য আমাদের পূর্বসূরীদের তাঁদের ঐতিহ্য বর্তমানের কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থতাই দায়ী, নাকি দায়ী আমাদের অভিজ্ঞতা। সবাই জানেন, বিদ্রোহী কবি নজরুল ছিলেন বিদেশী শোষণ নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু তার বিদ্রোহ শুধুমাত্র শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধেই সীমিত ছিলনা। প্রগতিশীল নজরুল তদানিন্তন রক্ষণশীল সমাজের কুসংসকার ও সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ছিলেন সোচ্চার। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ধ্রুপদ আর রক্ষণশীল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গোঁড়ামী থেকে তিনিই প্রথম সুরকে দিয়েছেন মুক্তি। ধ্রুপদকে ভেঙ্গে গড়েছেন খেয়াল, ঠুংরী, গজল। রবীন্দ্রনাথ তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে গানকে বেঁধেছেন শৃঙ্খলার শিকল দিয়ে আর বিপরীতে নজরুল আপামর জনগণের মাঝে বিলিয়ে দিয়ে তার গানকে দিয়েছেন স্বাধীনতা। আর সে কারনেই তার গান হয়েছে এতটা জনপ্রিয় সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত শাস্ত্রী ভাতজিও নজরুলের এই সুর স্বাধীনতাকে সার্থক উত্তোরণ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। নজরুলের গান কোন শ্রেণীর জন্য ছিলনা-তার গান ছিল সর্ব সাধারণের জন্য। সম্ভবত সে কারণেই তার গান সুরপ্রধান, বানী প্রধান নয়। যে গান বুঝতে হলে পুঁথিগত জ্ঞানের অতটা প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় সরল হৃদয়ের, অনুভবের। এখন প্রশ্ন উঠেছে সুরের স্বাধীনতা নিয়ে। এখানে মনে রাখা দরকার, যে স্বাধীনতার স্বাদ সত্যি মধুর যদি তার মর্ম আমরা বুঝি কিন্তু এর অপব্যবহার চিরকালই ধ্বংসের উৎস। সুতরাং নজরুলের গান প্রচার ও প্রসারে বিশেষ করে সঙ্গীত শিল্পীদের আগামীতে আরও সতর্কবান হওয়া অবশ্যই কর্তব্য।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক। ঠুংরী বা গজল তৈরী হয় মূলতঃ কোন একটি রাগকে ভিত্তি করে। তবে এক রাগের সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে হঠাৎ অন্য রাগের সুরের এক বা একাধিক কোন পর্দার ব্যবহার ও শেষে মূল রাগে প্রত্যাবর্তন করাটাই হলো ঠুংরী বা গজলের বৈশিষ্ট্য ও মিষ্টতা। নজরুলের প্রচুর গান এভাবে তৈরী হয়েছে আর এখানেই নজরুলের বিশেষ কৃতিত্ব যা তার আগে কেউ করেননি অন্ততঃ বাংলা গানে। সুর নিয়ে তিনি খেলা করেছেন পূর্বেও বলেছি কাজী নজরুল সঙ্গীত অনুরাগী বন্ধুবর্গ সহ গানের আসর জমাতে ভালবাসতেন। তার সাহচর্য্যে এসেছেন এমন অনেক বন্ধুবরকে তিনি অনেক সময় তার অনেক গানের সুর করে দেবার দিয়েছেন অধিকার। তারা নজরুলের গানের চলন, ঢং ও গায়কী সম্পূর্ণভাবে বুঝতেন এবং এদের মধ্যে কমলদাস গুপ্ত, সিদ্দেখুর বাবু, সচীনদেব, ধীরেন মিত্র বা জগত ঘটকের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে নিজে সুরারোপ না করলেও এদের গানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নজরুলের নিজের কিছু অবদান বা অনুমোদন অবশ্যই ছিল।

নিজের সৃষ্টির ব্যাপারে কবি চিরদিনই ছিলেন উদাসীন। আবার ওদিকে তদানিন্তন কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা প্রতিষ্ঠানও নজরুলের গানগুলোর সঠিক পরিসংখ্যান বা স্থায়ীভাবে তাদের সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। এক কথায় তার সৃষ্টিগুলো হয়ে গেছে এতিম। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। গুজব যেমন এক কান থেকে অন্য কানে পৌছানোর পূর্বে দ্রুত পরিবর্তিত হয় ঠিক তেমনি নজরুলের গানও কালের স্রোতে ভাসতে ভাসতে স্থান, কাল ও পাত্রভেদে হারিয়েছে তার মৌলিকত্ব। পরবর্তীকালে যখন কিছু প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে এগিয়ে এলো তখন অনেক

দেয়ী হয়ে গেছে। কবি স্বয়ং ১৯৪২ সালের পর বাক্‌হারা ও স্মৃতি বিলোপের পর দীর্ঘ ৩৭ বছর বেঁচে থাকলেও তার নিজের পক্ষে এ ব্যাপারে কিছু করার কোন ক্ষমতা ছিলনা। কবিপুত্র কাজী অনুরুদ্ধ এ বিষয়ে কিছুটা কাজ করেছিলেন বটে কিন্তু সহযোগিতার অভাবে এবং আরও অনেক কারণে তিনি সফল হননি।

সুরের মৌলিকতা নষ্ট হবার আরও কিছু কারণ আছে। যেমন, সময়ের তারতম্য হেতু একই গান ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সুরে গেয়েছেন। অথচ প্রশ্ন করলে সবাই তার সুরটিই যথার্থ ও সঠিক বলে দাবী করেছেন। ফলে শ্রোতাবৃন্দ হয়ে গেছেন সন্দ্বিহান। দ্বিতীয়তঃ গায়কীর স্বাধীনতা থাকায় যারা পারঙ্গম, তারা নজরুল সঙ্গীত পরিবেশনে নানা রকম সুরের কসরৎ দেখিয়ে শ্রোতাকে মুগ্ধ করছেন। তাদের গায়কী শ্রোতাদের আনন্দ দান করছেন ঠিকই কিন্তু তারা তারা মূল সুরের কাঠামো সম্পর্কে হয়ে পড়ছেন দ্বিধাশ্রিত। এই পরিস্থিতিতে দিশা দেখানোর মত যোগ্য কোন কর্ণধারও আজকের যুগে খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। হালে বাংলাদেশের দু'একটি প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও সরকারী সহযোগিতায় চেষ্টা করছেন নজরুলের লাগামহীন সৃষ্টিগোলকে সংগ্রহ ও শৃঙ্খলার শিকলে বাঁধতে। তাদের প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু শত চেষ্টা করেও নজরুলের প্রায় সাড়ে তিন হাজার গানের মধ্যে দেড় হাজারের বেশী গানের কোন সংগ্রহ তারা আজও করতে সক্ষম হননি। সময়ের স্রোতে বাকী গানগুলো যেন হারিয়ে গেছে অনন্তের গহবরে।

এ যুগে রবীন্দ্র, নজরুল, দীজেন্দ্র, রজনীকান্ত বা অতুলপ্রসাদের গানগুলো চিহ্নিত হচ্ছে পুরান দিনের গান হিসেবে। এটাইতো কালের নিয়মে স্বাভাবিক। আজকাল আবার সঙ্গীত জগতে আর এক নতুন ধারার সূচনা হয়েছে, তা হলো 'রি-মিক্স'। কিন্তু এটাকে ঠিক 'সংমিশ্রণ' বলা যাবে না। সংমিশ্রণের বিষয়ে নজরুল নিজেই প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। দেশীয় সঙ্গীতে বিদেশী সুরের ব্যবহার বাংলাগানে তিনিই প্রথম সার্থক প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তার অনেক বাংলা গান বিদেশী সুরে দেশে সামদৃত ও জনপ্রিয় হয়েছে। আজকের 'রি-মিক্স' শব্দটির অর্থ ঠিক তদ্রূপ নয়। 'পনঃ মিশ্রণ' অর্থ হলো পুরানো মদ নতুন বোতলে ভরে পুনরায় তা পরিবেশন করা। আধুনিক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত এসব গানের পরিবর্তিত আবহসঙ্গীতসহ পুনঃ পরিবেশন নতুন প্রজন্মের বংশধররা প্রশংসনীয় ভাবে গ্রহণ করেছে। সময়ের এই পরবর্তিতে ধারাকে রুখে ধরার সাধ্য কারও নেই। বাজারে এসব গানের ব্যবসায়িক সাফল্য পৃষ্ঠপোষকদের দিয়েছে 'রি-মিক্স' এর স্বাধীনতা। সঙ্গীত চিরকালই সমসাময়িক। তাই যুগের সাথে সাথে নতুন প্রজন্ম যে সঙ্গীতকে সমরোপযোগী করে নেবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। শুধু মাঝে মাঝে ভয় হয়। রবীন্দ্র বা নজরুলের গানগুলোকেও ভবিষ্যত কোন প্রজন্ম যেন 'রি-মিক্স' না করে ফেলে। ঐতিহ্যবাহী এই সব সঙ্গীত শুধুমাত্র এদের মৌলিক পরিচয়ে ইতিহাস হোক এই কামনাই করি। কালের অমোঘ নিয়মে একদিন হয়তো আমরাও কবির মতো হারিয়ে যাবো অনন্তের কোলে, কিন্তু ইতিহাসে আমাদের অভিব্যক্তি যেন চিরকাল ধ্বনিত হতে থাকে 'নজরুল, তুমি সার্থক সুর স্রষ্টা-তুমিই সত্যিই সুরের যাদুকর।



Nazrul in his youth.

প্রসঙ্গঃ রাগভিত্তিক সঙ্গীত

শ্যামল সেন

কাজী নজরুল ইসলামের জীবনে ও সৃষ্টিতে সঙ্গীতের অনেক ধারণা সমন্বয় দেখা যায়। পিতৃবিয়োগের পরে ছোটবেলায় রাঢ় অঞ্চলের লেটো দলের মাধ্যমে যে আত্মপ্রকাশের সূচনা সৈনিত জীবনের পাশ্চাত্য আর ফারসী কাব্যের আবহে তা সমৃদ্ধ, দারিদ্র্য আর রোগভোগের অপ্রতিহত, পরবর্তীকালে স্বাধীনতাকামী সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মননের স্বপ্রকাশে তা উজ্জ্বল।

এই নজরুলের গান যে নানান ঐতিহ্যের বাহক হবে তাতে বিচিত্র কিছু নেই। রুমুর, খেঁটু, ভাওয়াইয়া, কাজরী, ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু পুরান ভিত্তিক, শ্যামসঙ্গীত, পাশ্চাত্য, আরবী-এ সবের মধ্যেই নজরুল সঙ্গীতে অনিবার্যভাবে এসে পড়েছে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

অথচ নজরুল কিন্তু রাগসঙ্গীতের গুরুমুখী শিক্ষা কখনোই তেমনভাবে গ্রহণ করেননি। একথা ঠিক যে প্রথম জীবনের পরে নজরুলের আবর্ত ছিল নগরকেন্দ্রিক-কলকাতার সাংগীতিক মহলে অবাধ যাতায়াতের সূত্রে শাস্ত্রীয় সংগীতকে গ্রহণ করা তাঁর মতো প্রতিভাবানের পক্ষে কঠিন ছিল না। ফলে আমরা দেখি, ১৯২৬ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে নজরুল যত গান রচনা করেছেন তার তিন চতুর্থাংশই বেঁধেছেন রাগসঙ্গীতের সুরে। বাঙলার আর সব দিকপাল সুরস্রষ্টাদের মনে রেখেও একথা নিশ্চিত বলা যায় যে প্রয়োগ আর সংখ্যার দিক থেকে বাঙলা গানে রাগের উন্মোচনের নজরুলই পুরোধা।

উনিশশো বিশের দশকের মধ্যভাগে নজরুলের শ্রেষ্ঠ দেশাত্মবোধক, উদ্দীপনাময়ী, জাগরনী গানের অনেকগুলির সৃষ্টি। যেমন 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু'।

কিন্তু তারই সমান্তরালে নজরুল প্রবেশ করেন রাগসংগীতের হয় অনেক কালজয়ী রাগভিত্তিক গান, যেমন 'বাগিচায় বুলবুলি' (ভৈরবী), 'আসে বসন্ত ফুলবনে' (ভীমপলাশী), 'দুরন্ত বায়ু পুর বৈরা' (পিলু), 'আসিল এ ভাঙা ঘরে' (সিন্ধুভৈরবী) ইত্যাদি। এই ধারা বজায় ছিল উনিশশো তিরিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই সময়ের দ্বিতীয়ার্ধের বহু রাগভিত্তিক গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 'মুসাফির মোছরে আঁখিজল' (বারোয়া, 'আজি এ শ্রানব নিশি' (মিয়া মল্লার), 'মোর ঘুমঘোরে' (ভৈরবী), 'ভোরের হাওয়ায় এলে ঘুম ভাঙাতে' (রাসকলি), 'তুমি আমায় ভালবাস তাইত আমি কবি' (সাহানা) ইত্যাদি।

এই গানের কয়েকটিকে বাঙলা গজল বলা যেতে পারে। একাধিক রাগের মিশ্রণেও নজরুল কিছু গান রচনা করেন, যার এক চমকপ্রদ উদাহরণ 'তোরা সব জয়ধ্বনি কর' (রাগমালা মালকোষ-ভৈরবী-মেঘ-বসন্ত-হিন্দোল-শ্রী-নটনারায়ণ)।

উনিশশো ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে নজরুল মেতেছিলেন অন্য এক শ্রেণীভুক্ত গানের জগৎ নিয়ে। এই সময়ের গানের অধিকাংশই লোকসংগীত, ধর্মীয় ও আধুনিক বিষয়বস্তুর তৈরী। কিন্তু এই দর্শকের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি আবার রাগসঙ্গীতে ফিরে আসেন। তাঁর এই পর্যায়ের গান বাঙলা রাগপ্রধান এবং খেয়াল জাতীয়-বিশুদ্ধ রাগের বাঙলা বন্দীদের বিস্তার। এই সময়ের গান 'পিউ পিউ বোলে' (বাহার), 'আজি নিঝুম রাতে' (দরবারী কানাড়া), 'এ গগনে সঘনে চমকিছে দামিনী' (মেঘ), 'মেঘে মেঘে অন্ধ' (জয়জয়ন্তী) ইত্যাদি।

নজরুল বিদ্রোহী কবি, তিনি আমাদের দিয়েছেন প্রকাশের, প্রতিবাদের ভাষা, নির্ভীকতা, অতীঃ। কিন্তু এই নজরুলই আবার আমাদের চিন্তাকে সমৃদ্ধ করেছেন আত্মউপলব্ধির আলোয়, তিনি ছিলেন ধর্মীয় গৌড়ামি থেকে জাতিকে মুক্ত করার চেষ্টায় অনলস। একদিকে তাঁর সংগীতে বাঙলার ভাবচেতনার উৎসবমূল থেকে উদ্ভূত তাঁর মানস আমাদের নাড়া দেয়। আর আশ্চর্য যে অন্যদিকে এই তিনিই আমাদের হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিলেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পরিশীলিত অঙ্গনে, নিষ্ঠায়, পরিশ্রমে, শ্রদ্ধায়, প্রতিভামণ্ডিত সৃষ্টিশীলতায়।

নজরুল সঙ্গীত সাধনা

মঈনউদ্দিন মুনশী

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন একাধারে কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকার, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, সাংবাদিক, অভিনেতা ও চলচ্চিত্রশিল্পী। আমরা অনেকেই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানিনা। নজরুলের জীবনের নানা কথা এখানে-ওখানে আংশিকভাবে প্রকাশিত হলেও তা বিশদভাবে একত্রিত হয়ে কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

সাহিত্য, সঙ্গীত, সমাজ, সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ছিল তাঁর বিচরণ। বিভিন্ন বিষয়ে ছিল তাঁর প্রচুর পড়াশুনা। বিশ্বসাহিত্যে দখল তাঁর চেয়ে আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের কারো বেশী ছিলো বলে জানা যায়নি। তাঁর আন্তর্জাতিক সাহিত্যের আদর্শ কখনো পাশ্চাত্যকেন্দ্রিক ছিল না। তা ছিল প্রাচ্যকেন্দ্রিক, যেটা তাঁর ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ এবং আধিপত্য চেতনার বিরোধীতার সঙ্গে খাপ খায়।

সঙ্গীতের বিষয়ে তাঁর যে ব্যাপক সাধনা এই নিবন্ধে তার কিছুটা উল্লেখ করবো। এটা তাঁর জীবনের এক বিশাল অধ্যায়। ‘অপ্রকাশিত নজরুল’ গ্রন্থে আব্দুল আজীজ আল আমান লিখেছেন-পন্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ রচিত সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়কে গ্রন্থাবলী ‘লক্ষ্য সঙ্গীত’ ‘রাগ লক্ষণ’, ‘সরোমৃত’, ‘রাগ-তরঙ্গিনী’ কবি মূল সংস্কৃতে পড়েছিলেন। রাজা নওয়াব আলী খানের সঙ্গীত শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ ‘মরিফুন্নাথমাউ’ তিনি পড়েছিলেন উর্দুতে।

রাগ-রাগিনী সম্পর্কে কবির পঠন-পাঠন ও অভিজ্ঞতা যে কত গভীর সে পরিচয় তাঁর অসামান্য সৃষ্টি “স্বর ও শ্রুতি” তে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে কবি প্রায় তিরিশ রাগ-রাগিনী নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র “কাজীদা” শিরোনামে তাঁর স্মৃতি কথায় উল্লেখ করেছেন: “সঙ্গীত গ্রন্থ পাঠে তাঁর অসীম উৎসাহ ছিল। সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি সুলভ দূর্লভ যাবতীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। তিনি কোন সুর কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন তার সম্পূর্ণ খবর কেউই রাখেনি।”

বাসন্তী সঙ্গীত বিদ্যা বীথির প্রতিষ্ঠাতা মনোরঞ্জন সেন ‘সঙ্গীত-স্রষ্টা নজরুল’ শিরোনামে তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন: “কাজী সাহেব রাগ-রাগিনীর এক বৃহৎ ভান্ডার গড়ে তুলেছিলেন বিভিন্ন সূত্রে। গ্রামোফোন কোম্পানীতে তিনি ওস্তাদ জমিদারউদ্দিন খানের সান্নিধ্যে আসেন। মুর্শিদাবাদ নিবাসী ওস্তাদ কাদের বক্স ও মঞ্জু সাহেবের নিকটও তিনি বহু রাগ-রাগিনী আয়ত্ত করেন। ঠাকুর নবাব আলী চৌধুরী প্রণীত সঙ্গীত-পুস্তক থেকে তিনি বহু অপ্রচলিত ও লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিনীর হৃদিস পান।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সূক্ষ্ম কলাকৌশল তিনি তাঁর গানে প্রয়োগ করতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল যাবতীয় রাগ রাগিনীর ভিত্তিতে বাংলা গান সৃষ্টি করা।

অপ্রচলিত অনেক রাগে তিনি গান বেঁধেছিলেন, নতুন রাগও উদ্ভাবন করেছিলেন।

“শত কথায় নজরুল” শীর্ষক গ্রন্থে ‘সুরলিপি’ শিরোনামে স্মৃতিকথায় জগৎ ঘটক লিখেছেন: ‘কবিকে আমি তন্ময় হয়ে সঙ্গীত গ্রন্থ পাঠ করতে দেখেছি, দেখেছি নির্জন পরিবেশে মনের মতো সুর উদ্ভাবনের জন্য তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, আহার-নিদ্রা-বিশ্রাম ভুলে সঙ্গীতের ধ্যানে মগ্ন অবস্থা-দিনের পর দিন’।

অপ্রচলিত ও নতুন রাগের গান তৈরী করার ইচ্ছা কবির মনে বাসা বাঁধে ত্রিশের দশকের শেষ দিকে। সঙ্গীত শাস্ত্র ঘেঁটে ঘেঁটে কবি এবং বিপুল সঙ্গীত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। কবি ভৈরব রাগের প্রচলিত রূপ এড়িয়ে নতুন সুরের রূপ সৃষ্টি করে উদ্ভাবন করেছিলেন অরুণ ভৈরব, উদাসী ভৈরব, রুদ্র ভৈরব ইত্যাদি।

নজরুলের প্রতিভার বিষয়ে আলোচনা স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। কবির সকল সৃজনশীল কর্মসমূহের, সাহিত্য ও সঙ্গীতে তাঁর অবদানের বিশদ ব্যাখ্যা আজও হয়নি। হলে, নানান ক্ষেত্রে তাঁর অপরিসীম অবদান আমরা উপলব্ধি করতে পারতাম, তাঁর জীবন ও সৃষ্টি বিষয়ক চর্চার ক্ষেত্রে আরো উৎসাহী ও উদ্যোগী হতে পারতাম।

বিশ ও ত্রিশের দশকে নজরুলের সৃষ্টি বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতকে বদলে দিয়েছিল, তার পর তিন দশকের উপর মূক ধাক্কাতে তাঁর সৃষ্টি তাঁকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করেছে, তাঁকে পরিণত করেছে একটি কবিতায় একটি গানে।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র নজরুলকে “বিধতার সুর” আখ্যা দিয়ে লিখেছেন:

“সৃষ্টিমত্ত বিধাতার কণ্ঠ হতে দিব্য এক সুর করেছিল বুঝি পথ ভুল, তারই নাম জানি নজরুল। মলিন মাটির মর্ত্য সুধাসিক্ত করেছে যে সুর, তার সাথে দিকে দিকে, জেলেছে সে অনির্বাক শিখা, তাহারে বলিতে তাই আপনাদের হাতে শতাব্দীর ভালে আঁকে মহাকাল দীপ্ত জয়টীকা”।

সাম্যবাদী নজরুল:

কাব্য-সাহিত্য যেখানে মাধ্যম মাত্র গন্তব্য নয়

দেওয়ান শামসুল আরেফীন

নজরুলের কাব্য-সাহিত্যের গন্তব্য-সাম্যবাদ।

তাই তখন সাম্প্রদায়িতা-দোষে দুষ্ট বাংলা কাব্য-সাহিত্যের অঙ্গনে তাঁর উৎকট অসাম্প্রদায়িকতা মনে হয়েছে অস্থির/অপরিণত চিন্তের প্রকাশ।

Psychedelic-পরধর্মীদের কাছে।

কাফের-গোঁড়া স্বধর্মীদের কাছে এবং

Idiosyncratic-উদার পন্থী স্বধর্মীদের কাছে।

বস্তুতঃ তাঁর গন্তব্য ছিল সাম্যবাদ। বিশ্ব মানবতাবাদ।

এবং সাম্যবাদভিত্তিক মানবতাবাদ-উল্টোটি নয়। ‘বিদ্রোহী’, ‘কাভারী হুশিয়ার’, ‘সর্বহার’, ‘সাম্যবাদী’, ‘ফরিয়াদ’, ‘দারিদ্র’ ইত্যাদি সমস্ত সাহিত্য-কর্ম তাঁর নির্ভেজাল প্রগতিবাদী ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করে।

শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা মূলতঃ Upside down সমাজ-ব্যবস্থা।

প্রাচ্য ও প্রতীচের বহু দার্শনিক এই তথ্যকে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় সত্যায়িত করেছেন যুগ যুগ ধরে। দর্শনের সাম্প্রতিক ইতিহাসে এ ধারণাকে জনপ্রিয় করেছেন হেগেল এবং তাতে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন এনে পরবর্তীতে আবেগ-বিবর্জিত বিজ্ঞানে পরিণত করেছেন মার্ক্স/এ্যাঙ্গেলস।

Upside down সমাজ-ব্যবস্থা যে এ অবস্থায় রয়েছে-এই স্বীকৃতি প্রগতিবাদী।

Upside down-এই অস্বাভাবিক, কৃত্রিম ও গোষ্ঠীবিশেষের স্বার্থ রক্ষাকারী অর্পিত সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কিত সচেতনতা অবশ্যই প্রগতিবাদী।

Upside down অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা,

Upside down অবস্থার পরিবর্তন অত্যাবশ্যিক (ফরজ)-সে সম্পর্কে সচেতনতা এবং

আরো মৌল পরিবর্তনের ঘটানোর লক্ষ্যে সক্রিয় উদ্যোগ হচ্ছে প্রগতিবাদীতার প্রধানতম শর্ত।

এ কয়টি পদক্ষেপের যে কোন একটি অপরটি ছাড়া অর্থহীন। ফানুস।

এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে তা অজ্ঞ রক্ষণশীলতার চাইতে প্রতিক্রিয়াশীল।

প্রগতিশীল সমাজ পরিবর্তনের অচলায়তনের সৃষ্টিকারী। চিয়াং-কাইসেকদের প্রসূতিগার।

একটা সহজ উদাহরণ: ইতিহাসে নজীর আছে: বহু রাজা-বাদশাহ ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে নসিহত করছেন।

গরীবের দুগ্ধে ব্যথিত হচ্ছেন।

জনহিতকর কাজ করছেন।

জনগণকে আইনানুগতার পরামর্শ দিচ্ছেন।

পুকুর কাটছেন,

রাস্তা তৈরী করছেন,

শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার ঘটচ্ছেন,

দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন করছেন ;

আরো কত শত মহৎ কাজ করছেন।

কিন্তু তা বলে কি কেউ দাবী করবে যে বাদশাহী আমল/সামন্তবাদী ব্যবস্থা শ্রেয়তর ছিল।

অমুক বাদশাহ অথবা তমুক জমিদার প্রগতিবাদী ছিলেন।

সত্যি বলতে কি,

প্রগতিবাদ ব্যক্তিগত করুণাবোধ, দান-দক্ষিণা, পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার নয়, নয় কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির সমাজ-সোপানে আরোহন বা অপসারণ নির্ভর ব্যাপার।

Upside down -ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এর লক্ষ্য। এবং

Upside down -ব্যবস্থার পরিবর্তনের সক্রিয় প্রচেষ্টা এর অপরিহার্য শর্ত।

সমাজ ও সমাজ পরিবর্তনের ম্যাক্স ওয়েবারিয়ান প্রতিপাদ্যটি কি?

ওয়েবারিয়ান ধারণায় সমাজ হচ্ছে মূলতঃ মানুষের বিভিন্ন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত তাৎক্ষণিক কর্মকাণ্ডের যোগফল। সামাজিক-প্রক্রিয়া সাধারণতঃ Ahistorical-অনৈতিহাসিক বা পূর্বাপর যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন। কখনো আবার আকস্মিক/দৈব/অত্যাচার ঘটনা উদ্ভূত একটা কিছু। সমাজ সেখানে অনেকটা স্থিরচিত্রের মত। বর্ণনামূলক স্থিরচিত্র হয়তো বা।

নজরুলের সময় বাংলার আর্থ-সামাজিক Upside down স্থিরচিত্রের অবয়ব ছিল জটিলতর। একদিকে ভারতীয় সামন্তবাদী মূল্যবোধ পুষ্ট শোষণ ও নির্যাতন, অন্যদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ ও নির্যাতন। দুইয়ের সমন্বিত চাপে সাধারণ মানুষের গ্রাহি গ্রাহি ত্রিশংকু অবস্থা। প্রাণ ওষ্ঠাগত। নজরুল এই স্থিরচিত্রের উপকরণের কঠোর ব্যঙ্গ করলেন। উপচিয়ে ফেলার প্রয়োজনীয়তার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করলেন। গতানুগতিক মূল্যবোধে এক ভীষণ ভূমিকম্পের সৃষ্টি করলেন। হলেন Non conformist-বিপ্লবী।

ব্রিটিশ বাংলায় তখন আরেক সাম্রাজ্যবাদ ইজারা পেতে বসে আছেন বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অত্যাচারী, শোষণ ঔপন্যাসিক প্রভুদের কাছ থেকে পাচ্ছেন খেতাব। আবার অত্যাচারের প্রতিবাদে খেতাব করছেন বর্জন। খেতাব প্রাপ্তি যতটা খ্যাতি তাকে দিল, খেতাব বর্জন দিল তার চেয়ে অনেক বেশী। জোড়াসাকোর জমিদার। জমিদারের অত্যাচার, শোষণ তার জানা। 'দুই বিঘে জমি' তারই ফসল। আরো অনেক এহেন কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি। খেতাব বর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব হলো, জমিদারী বর্জন সম্ভব হলো না। অথবা সম্ভব হলো না ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের সক্রিয় অংশী হওয়ার।

Upside down ব্যবস্থার মূলোৎপাটনে তাঁর ভূমিকা কমই রইলো। 'Gold...Thou common whore of mankind' -ঐশ্বর্যের যুগাতিত কুৎসিত চেহারা গভীর জানা শেকসপীয়ারের। কিন্তু চেহারা পাল্টানোর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা শেকসপীয়ারের ছিল-এমন এমন কাব্যের প্রমাণ ব্রিটিশ ইতিহাসে নেই। কাব্যের চেয়ে বড়ো জরুরী Upside down-সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁরা 'Art for art's sake' এর কবি হয়ে রইলেন। কাব্য-চর্চা তাঁদের মাধ্যম হয়ে রইলো। কাব্য-চর্চা তাদের গন্তব্য হয়ে রইলো।

অপরপক্ষে, নজরুল শুরুতেই দুখু মিয়া। শ্রেণীচ্যুত।

Declassed।

Upside down সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের অক্লান্ত কর্মী; কৃষক সম্মেলনে, শ্রমিক সম্মেলন, যুব সম্মেলন, নারী মুক্তি সম্মেলন-কোথায় তিনি নেই!

“সারাদিন পিটি কার দালানের ছাদ গো

পেটভরে পাই না ধরে আসে হাত গো”

Alienation। Deprivation।

Marxist alienation সম্পর্কে নজরুল সচেতন।

Dealienation এর জন্যে প্রতিবাদ ও সংগ্রাম ন্যায়সংগত। নজরুল করেছেনও তাই। মাঠে-ময়দানে-সাংগঠনিকভাবে। জনপ্রিয় কবির রাজনৈতিক হুকুমে ব্রিটিশ সরকার সজ্জত হন। একমাত্র জেলে পাঠিয়ে তবেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

প্রগতিশীল নজরুলের কাছে কাব্য-সাহিত্য ছিল মাধ্যম, বাহক বা হাতিয়ার। গন্তব্য/অভীষ্ট লক্ষ স্পষ্টতঃ ছিল সাম্যবাদ।

নজরুলের গান শোনাবে

দলিলুর রহমান

ঢাকার ধানমন্ডিতে আমরা ক’জন দেখতে গিয়েছিলাম তাঁকে

সাদা পাঞ্জাবী পরনে ছিল, অসহায় বিহ্বল দৃষ্টি-

চোখ দুটো তখনো বিশাল আকাশের মত- সব নক্ষত্রদের যেনো ধরে রেখেছে

সে চোখ বলছে- আমি ছিলাম বিদ্রোহী, ধুমকেতু-গায়ক, প্রেমিক-

আমি ছিলাম মাত্র তেইশটি বছর, ছিলাম সৃষ্টিশীল, ছিলাম সৃষ্টিসুখের উল্লাসে মত্ত

আমরা তখন বলে যাচ্ছি-হ্যা তুমি এখনো আছ কবি-থাকবে চিরকাল

নাট্যকার, অনুবাদক, প্রাবন্ধিক, সমালোচক, শিশুসাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার, গায়ক বাদক, সঙ্গীতজ্ঞ, সংগীত পরিচালক;

মাত্র তেইশটি বছর-অসংখ্য সত্তায় তুমি ছিলে-সম্পাদক, সাংবাদিক,অভিনেতা, চলচ্চিত্র কাহিনীকার আর পরিচালক

তুমি যেমন আছ-রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে, মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জণ দাসের স্বপ্নেহে

তুমি ছিলে সেই মনিষীদের মনে, চিন্তায়, স্নেহে-ভালবাসায়-শেরে বাংলা, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়,নেতাজি সুভাষ চন্দ্র

বসু, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ কুমার রায়, জীবনানন্দ দাস, বুদ্ধদেব বসু, কাজী আব্দুল ওয়াদুদ, কাজী

মোতাহার হোসেন, কমরেড মুজাফফর আহমদ, শৈলজা নন্দ মুখোপাধ্যায়- অজিত কুমার সেন গুপ্ত। আমরা বলছি-

তুমি আছ কবি- কোটি জনতার হৃদয়ে,তুমি আছ-থাকবে, চিরদিন।

হঠাৎ তিনি একটা শব্দ করলেন-আমরা তখন চমকে তাকালাম-

অনেক পেছনে-সিয়ারসোল, আসানসোল দরিরামপুর, পল্টনে, ২ কলেজ স্ট্রীটের দুতলায়, ঢাকা, চিটাগাং-উষ্কা বেগ,

২৩ বছরের ধুমকেতু-আবার শব্দ করলেন কবি

আর তখন পরিচারিকা জানালেন-কবি এখন গান শুনতে চান-

গান? কে গাবে গান? আমাদের চোখ তখন খুঁজে মরে কোথায় রানু সোম-আজুর বালা-কানন বালা, ইন্দু বালা-

কেথায়? আব্বাস উদ্দিন, মানবেন্দ্র, ফিরোজা বেগম-কোথায়? ধীরেন মিত্র শচীন, মল্লিক- কে গাবে? কে গাবে

“আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় এ” সোহরাব হোসেন?

আমাদের বিচলিত চোখের সামনে-একটি কিশোরী মেয়ে-তার দ্বিগু আঁখি মেলে

হারমোনিয়ামের সামনে বসে গাছে ‘শুন্য এ বুক পাখী মোর আয় ফিরে আয়’

ভোরের আলোর মত-তাঁর সফেদ পাঞ্জাবী তখন হাওয়ায় ভাসছে যেনো উড়ন্ত বুলবুলি ভেসে যাচ্ছে আকাশ থেকে

মহাকাশ।

আমরা বিশ্বয়ের সাথে তাকিয়ে দেখছি হাজার হাজার কিশোর কিশোরী

ধানমন্ডীতে লাইন ধরে দাঁড়িয়েছে- নজরুলের গান শোনাবে।

বিশ্ব কবি নজরুল

গুলশান আরা কাজী

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুমি এসেছিলে
সত্য ও সাহসের বাণী নিয়ে তুমি এসেছিলে,
নতুন ভাষা, নতুন সুর শিখিয়েছিলে
প্রাণ এনেছিলে ঘুমন্ত ভারতের বুকে।
আজ আবার তুমি ফিরে এসো।

আজ প্রলয়ঙ্করী হিংসার আগুনে জ্বলছে পৃথিবী
ধ্বংসের লীলা খেলায় উন্মাদ মানুষ
চিরন্তন সূর্য গ্রহণের কবলে ধ্বংস আসন্ন

আজ আবার তুমি ফিরে এসো
ভৌগলিক ব্যবধানের বেড়া ডিঙ্গিয়ে
ভাষার বেড়াজালকে ভেদ করে

তুমি এসে দাঁড়াও পৃথিবীর আগুনে।

তুমি এসো অন্যান্যের প্রতিবাদ করতে।

নির্যাতিতের মুখে অন্ন তুলে দিতে

দুর্বলের মুখে ভাষা জোগাতে।
তুমি এসো ন্যায় ও সত্যের বাণী নিয়ে।
ফিরিয়ে আর সোনালী সূর্যকে।

তুমি এসেছিলে ভারতের কবি হয়ে।
আজ তুমি এসো বিশ্বের কবি হয়ে।
মহামানব হয়ে।

কবি নজরুল স্মরণে

প্রণব দাস

কবিবরেন্দ্র, তোমার বিদ্রোহী চেতনার কাছে ফিরে যাই বার বার।
কৈশোরে যখন আধিক্য ছিল আবেগের তোমার বিদ্রোহী-বীণা শিখিয়েছে ‘দলে যাই যত
বন্ধন, যত নিয়মকানু শৃঙ্খল। এখন বয়স বেড়েছে, আবেগের প্রাবল্য
তবুও একাত্মতা পাই তোমার অশান্ত মননের সাথে। যে ‘উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল’
ধ্বনিত ছিল তোমার আকাশে-বাতাসে, তার বুক-চাপা কান্নার আতনাদ আজও
শুনি দেশে-বিদেশে। তুমি সাম্যের গান গেয়েছিলে। বলেছিলে, ধর্ম-অর্থ
ক্ষমতার ভেদাভেদ নিয়ে যারা রাজনীতি করে তারাই শোষণ, তারাই শাসক
তুমি মানবতার জয়গান গেয়েছিলে। বলেছিলে ভেদাভেদ নেই নারী-পুরুষ
হিন্দু-মুসলিমে, কিংবা বর্ণ-বিবাদে। বলেছিলে উৎপীড়িত ভাই ও বোনেরা
এস পণ করি স্বাধীন-প্রাণের উল্লাস এই বিদ্রোহী-ব্যারেল থেকে।
তিরিশি বছর ধরে ফিরে যাই বার বার তোমার বিদ্রোহী-ব্যারেলের কাছে
দাও তোমার উচ্চার গতি। প্রচলিত প্রাণের উল্লাস। দাও তোমার প্রেম ‘অজৈয়-অমর-অব্যয়’।
যেন চূর্ণ করি এই শাসক-শোষিতের চক্রব্যুহ,
তোমার বিদ্রোহী-বিভীষিকা নিয়ে
অথচ ভুলে না যাই তোমার দরদী-মানবতার সংলাপ।
তুমি শ্রেমের গান গেয়েছিলে। জেগেছিলে তোমার বিদ্রোহী চেতনার

স্কুলঙ্গে পুড়ে যাবে ‘অত্যাচারীর খড়গ কৃপান’।
আর সেই ফুলিঙ্গ যেন ঘরছাড়া হয়ে লাঞ্ছনা না করে
দরদী-মানবতাকে; তুমি গেয়েছিলে তাই শানাই এর তান রাগ-রাগিনী কল্লোল।
হে বিদ্রোহী বীর, তোমাকে বুক-ভরা আলিঙ্গন।

নজরুল

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

আগুন বীণার টুকরে আর দোলন চাঁপার দোলাতে
যে পারে সে পারে, আজও পারে মন ভোলাতে;
আজও পরে দিতে বিষানো বাঁশিতে অপরূপ নেশা চারিয়ে,
মত্ত জলের যাত্রীকে পারে নিতে পারে হাত বাড়িয়ে।
খুশির মেফিলে দুখানো গজল শোনায় সে, দিলপিয়ালা
রঙে ভরে দেয়, প্রিয়ার সুরায় সুর ক’রে ওঠে দিয়ালা।
পানিয়া ভরনে যেতে বেধে যায় শরমা গোরীর পা-দুটি।
বিভল মাধবী শত বাসে ভাসে বিরহী কবির বাঁধটি।
শাপলার বনে চাঁদ ডুবে যায়, চখা ঘোরে তবু আশাতে।
ভোরাইয়ের মীড়ে রাঙা হয়ে ওঠে নওরোজ পূর্বাশাতে।
রক্তজবার পূজো নিতে আজও শ্বেতবসনী মা দাঁড়িয়ে,
মত্ত জলের যাত্রীকে কবি পারে নিতে হাত বাড়িয়ে।

আজও শুনি তোমার পদধ্বনি

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

কাজী নজরুল ইসলাম
বলেছিলে তুমি;
অশ্রু শুধু দুখিনীর জন্য নয়
আনন্দ নয় শুধু সুখীদের।
স্বাধীনতা শুধু পতাকার জন্য নয়
পৃথিবী নয় শুধু মানুষের।
কল্পনা শুধু কবিতার জন্য নয়
মেঘমালা নয় শুধু আকাশের।
চাঁদ শুধু জোছনার জন্য নয়
ঈশ্বর নয় শুধু উপসনালয়ের।
অন্ধকার শুধু আলোহীন নয়
নারী শুধু নয় পুরুষের।
নক্ষত্র শুধু সৌরলোকের নয়
যৌবন নয় শুধু তারুণ্যের।
স্রষ্টা শুধু সৃষ্টির জন্য নয়
স্বপ্ন নয় কেবল নিদ্রার।
ভালোবাসা শুধু দুঃখের জন্য নয়
যুদ্ধ নয় কেবল ধ্বংসের
তপস্যা শুধু পাওয়ার জন্য নয়
জন্ম নয় কেবল মৃত্যুর।
কাজী নজরুল ইসলাম:
তাইতো তুমি অনন্তকালের অপার বিস্ময়
মানবতার বধ্যভূমিতে তোমার পদধ্বনি
আজও শুনি আমার বুকের ভিতর।
ফিলাডেলফিয়া।

প্রেমে ও বিপ্লবে

আসাদ চৌধুরী

করাচীর ছাউনীর অতো সতর্ক চোখ এড়িয়ে
তোমার খাকি পোষাকের ভাঁজের মধ্যে
অলৌকিকভাবে রেখেছিলে চিরকালের মমতামাখা নারী,
প্রতিবাদ, ভালোবাসা আর এ্যাতো এ্যাতো ঘৃণা,
লুকিয়ে রেখেছিলে সেই দৃষ্টি
যা দিয়ে সৃষ্টি হয় অনুপম গোলাপ,
খেটে খাওয়া মানুষের জন্য লোককবির হাহাকার আর আহাজারি
মধ্যবিত্তের পাছায় লাথি মারার এমন ক্ষ্যামতা নিয়ে
চার চারটি যুগ নিশ্চল নিশ্চুপ কেমন ক'রে থাকলে।
পদ্মার দূরন্ত ডেউ আরব সাগরেও হৃদয়পদ্মা মেলে ধরেছিলো?
হাফিজের আঙুলতায় লাল টুকটুকে বউ
লাল নটের ক্ষেত পেলো কেমন করে?

বিপ্লব আর প্রতিক্রিয়ার পায়ে পায়ে,
ফুটবলের মতো নেচে বেড়ালে অতো-অতো বছর,
কেমন ক'রে পারলে, নিজেই তো যুবরাজ হ'য়ে,
চির মনোরম চির-মধুর বাংলাকে নিয়ে খেলেছো যৌবনে।
সমালোচকের ধারাবর্ণনা হৈ-ছল্লোড়ে
যারা সত্যি ভালোবাসতো তোমাকে
তারাও একবার বামে, একবার ডানে, বামে আর ডানে ঘাড় কাত করলো।
পুনর্জাগরণ আর বিপ্লবের মধ্যে
ঘামে ভেজা তোমার অসহায় মুখটিকে আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি।
তুমি না এলে রমজানের ঐ রোজার শেষে চাঁদের আনন্দিত ব্যাকুলতা আসতো না।
তুমি না এলে ঘুম ঘোরে সেই মনোহর আসতো না।
তুমি না এলে ঋণ জর্জর কৃষক-
দূর আরবের স্বপ্নটা দেখতে পেতো না;
এখনো সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কেঁপে-ওঠা সত্তার মধ্যে
কী বিপুলভাবেই না তুমি রয়েছো নজরুল, কাজী নজরুল ইসলাম।
প্রেমে আছো, বিপ্লবেও আছো,
আছো সুখ-দুঃখের প্রাত্যহিকতার টানা-পোড়েনে।
যারা জামার আস্তিনের নিচে এখন লুকিয়ে রাখে
একফালি চাঁদের মতো খঞ্জর-
রাখে রক্তলোভী খড়্গ
তুমি কেমন ক'রে তাদেরও সঙ্গী হ'লে?

ঝড়ের সাথে কথা বলা

রবিউল হুসাইন

গুধুমাত্র চোখের দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করেই তিনি আগুন জ্বালাতে পারতেন, তিনি হেরিকেন বিড়ি-সিগারেট, কল্কে কি উনুনের আগুন জ্বালাতে

পারতেন গুধুমাত্র কয়েকটি শব্দ পাথরের মতন ঠোকাঠুকি ক'রে:

এ কারণে আগুন জ্বালাবার জন্যে জীবনে তিনি কোনোদিন দিয়াশলাইয়ের

বারুদ-মাখা কাঠি ব্যবহার করেননি।

তিনি তীব্র দারিদ্র্যকে তেল-মরিচ দিয়ে দিয়ে মাখিয়ে ভর্তা বানিয়ে

গরম ভাতের সাথে ব্যবহার করতে পারতেন,

দিনি ক্রোধকে অপচয় না ক'রে জীবনের সাথে জড়িয়ে

তাকে এক মর্মর ভাস্কর্যে রূপ দেওয়া আশ্চর্য ক্ষমতা রাখতেন।

তিনি ছিলেন মানুষ নামধারী এক ফিনিস পাখি, ডানাইন

অঞ্চ উড়ে যেতে পারতেন সমুদ্রের ওপার প্রান্তে-উড়তে উড়তে

শুকিয়ে গিয়েছিল, তারপর সব সাগরেরা একসাথে তার কাছে মিনতি জানালে

তবে সেইসব জলাভূমিকে তিনি দয়া ক'রে ফেরত দিয়েছিলেন।

শোক আর বেদনার দুঃসহ তাপে কিভাবে ভাইরাসের মতন এক

নষ্টহীন জীবন নিয়ে তীব্রভাবে বেঁচে থাকা যায় তিনি খুব ভালো ক'রেই

জানতেন, প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ পাঠে তিনি

জেনে নিয়েছিলেন মানুষ মরে গিয়েও কিভাবে ব্যথার বালিশ মাথায় দিয়ে

ইচ্ছে করলে বহুদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে, ঝর্ণার নীচে উলঙ্গ হ'য়ে

একমাত্র তিনিই সঙ্গীতের তাবৎ জলধারাকে মাথা পেতে নিয়েছিলেন

জীবনের বাহারি পোষাক খুলে নিয়ে।

প্রচন্ড দাহ আর জ্বালাতে নিজের সমস্ত শরীরে আগুন ধরিয়ে

জীবনটাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে একমাত্র তিনিই প্রজ্জ্বলিত মশালে

সমসাময়িক হতে পেরেছিলেন।

একমাত্র তিনিই একবার কবিতা লিখে, গুধুমাত্র কবিতা লিখে

এতদক্ষলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প ডেকে এনেছিলেন, নিজে দেহটিকে

গ্নেড মনে ক'রে নিজেই নিজেকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন এক প্রচন্ড

বিস্ফোরণের প্রয়োজনে এবং একমাত্র তিনি আবহাওয়া বিভাগের

রাডারের কাঁটার মতন আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস বলে দিতে পারতেন,

ঠিক ঠিক একমাত্র তিনিই ঝড়ের সাথে কথা বলতে পারতেন।

I Sing of Equality

Translated by

Sajed Kamal

I sing of equality
in which dissolves
all the barriers and estrangements,
in which are united
Hindus, Buddhists, Muslims, Christians.
I sing of equality.

Who are you?—A Parsee? A Jain? A Jew?
A Santal, a Bheel or a Garo?
A Confucian? A disciple of Charbak?
Go on—tell me what else!
Whoever you are, my friend,
whatever holy books or scriptures
you stomach or carry on your shoulder
or stuff your brains with—the Quran, the Puranas,
the Vedas, the Bible, the Tripitaka, the Zend-Avesta,
the Grantha Saheb—why do you waste your labor?
Why inject all this into your brain?
Why all this—like petty bargaining in a shop
when the roads are adorned with blossoming flowers?
Open your heart—within you lie
all the scriptures,
all the wisdom of all ages.
Within you lie all the religions,
all the prophets—your heart
is the universal temple
of all the gods and goddesses.
Why do you search for God in vain
within the skeletons of dead scriptures

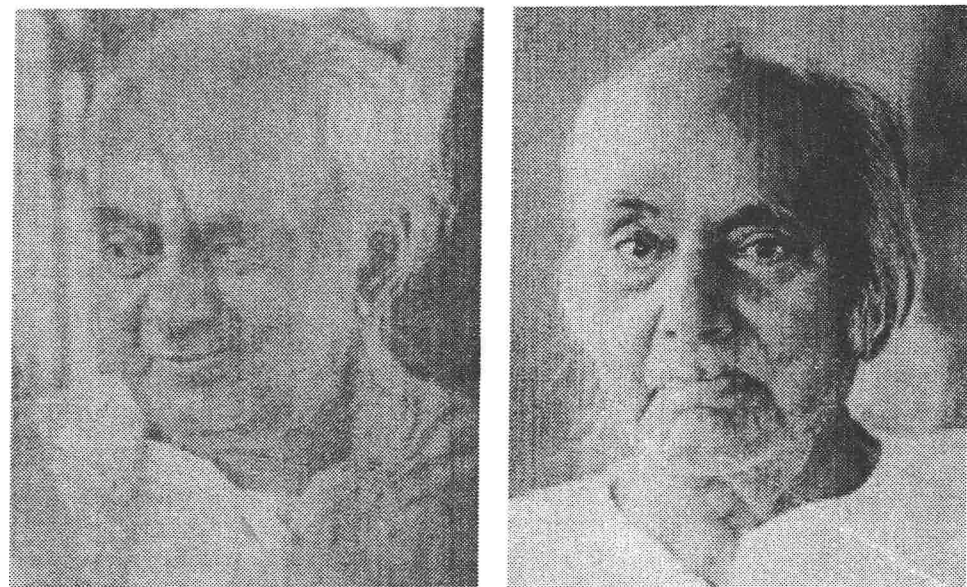
when he smilingly resides in the privacy
of your immortal heart?
I'm not lying to you, my friend.
Before this heart
all the crowns and royalties surrender.
This heart is Neelachal, Kashi, Mathura,
Brindaban, Budh-Gaya, Jerusalem, Medina, Ka'aba.
This heart is the mosque, the temple, the church.
This is where Jesus and Moses found the truth.
In this battlefield
the young flute player sang the divine Geeta.
In this pasture
the shepherds became prophets.
In this meditation chamber
Shakya Muni heard the call of the suffering humanity
and decried his throne.
In this voice
the Darling of Arabia heard his call,
from here he sang the Quran's message of equality.
What I've heard, my friend, is not a lie :
there's no temple or Ka'aba
greater than this heart!

Source: Nazrul Institute Journal (Vol 5) : Dhaka, Bangladesh

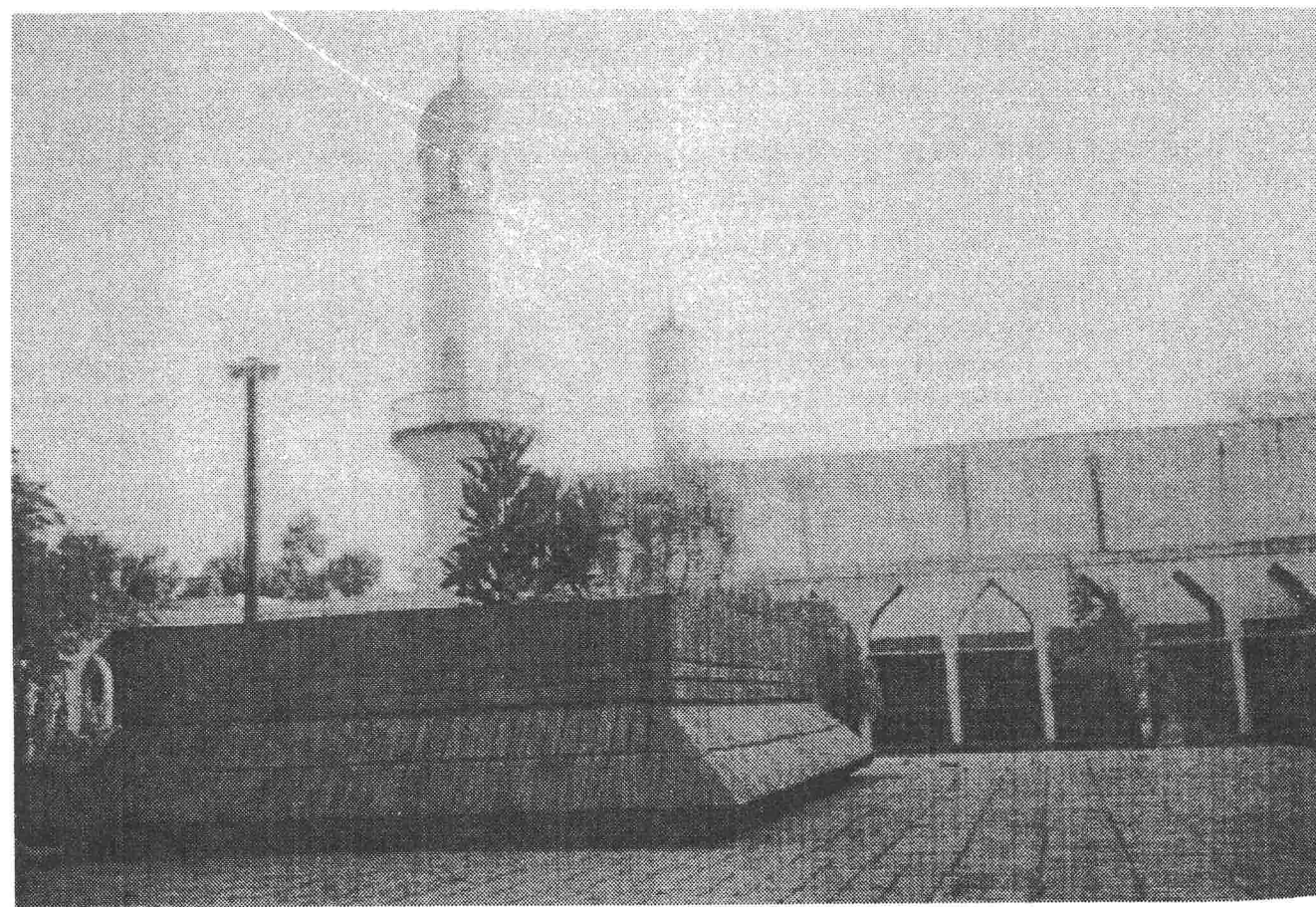
জাহানারা চৌধুরী

১৯৩০-৩১ শে এর কোনো এক সময়ে কবি নজরুলের সঙ্গে জাহানারা বেগম চৌধুরী নামে একজন সুদর্শন মহিলার পরিচয় হয়েছিলো। জন্ম তাঁর সাঁওতাল পরগনার কোটালিপুরে। পিতা আহমদ চৌধুরী ছিলেন একজন জমিদার। ধনী পরিবারের বংশোদ্ভূত হয়েও জাহানারা চৌধুরীর বিশেষ আকর্ষণ ছিলো কবিতা ও সাহিত্যের প্রতি। নিজেও ভালো কবিতা লিখতেন। এই সূত্র ধরেই কবি নজরুলের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। অনেকে (অন্যান্য লেখক ও সমালোচকরা) যে প্রেমসিক্ত কবির মনোজগতে এ আরেক রমণী। কথাটি সত্য নয়। এটা ছিলো কবিতানুরাগের সম্পর্ক। বরং কবির অনেক অপ্রকাশিত কবিতা তিনি সযত্নে সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। ১৯৮২ সালে মৃত্যুর আগে তিনি সেগুলি প্রকাশের অনুমতি দেন। জাহানারা বেগমের ভাষ্য অনুযায় 'এই কবিতাগুলি কাউকে উদ্দেশ্য করে রচনা করা হয়েছে, সেরকম মনে করলে ভুল হবে। এগুলি কবি-মানস থেকে স্বতঃউৎসারিত কল্পনাকুসুম। তার সঙ্গে জুড়ে দেয়া যায়-এই কবিতাগুলির ছন্দ আর সুর কবির সৃষ্টি শৈলীর আরেকটি শৈল্পিক ভূবন।

সম্পাদক মন্ডলী।



“মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই।”



এখানেও একথা আমি, মার্জি আমার বসীর বাক্য,
বন্ধু আমার বসীর পাশে- একথা কোরে সঙ্গীতাক্ষ।
তোমরা সবাই ত্রি নিম্নে তাম আমার বসীর প্রোক্ত,
দেখি কি - সে বসী বাক কোন্ বসীর উল্লস ২৩ ?
আমার বসীর ক্রমে ক্রমে- শ্রাব্য হামা দুষ্করীতি,
সেই সে উদাস বাসুচর একথা বুঝ আমার গীতি।
সেবার বসায় বসি মাহাব আমার আমি ইতিহাসে,
ইন্দ্রিয়ের বস্তুর সিঁদে যেমন বাদন-দিলের গুণ।
আমার বসীর আকুশ প্রোক্ত- যে কুশ তাম সেই সে কুশ,
হস্ত পরিচয় পায়ে হোর - সে কুশ যদি বহি কুশ।
‘কিছুই ইতিহাস’

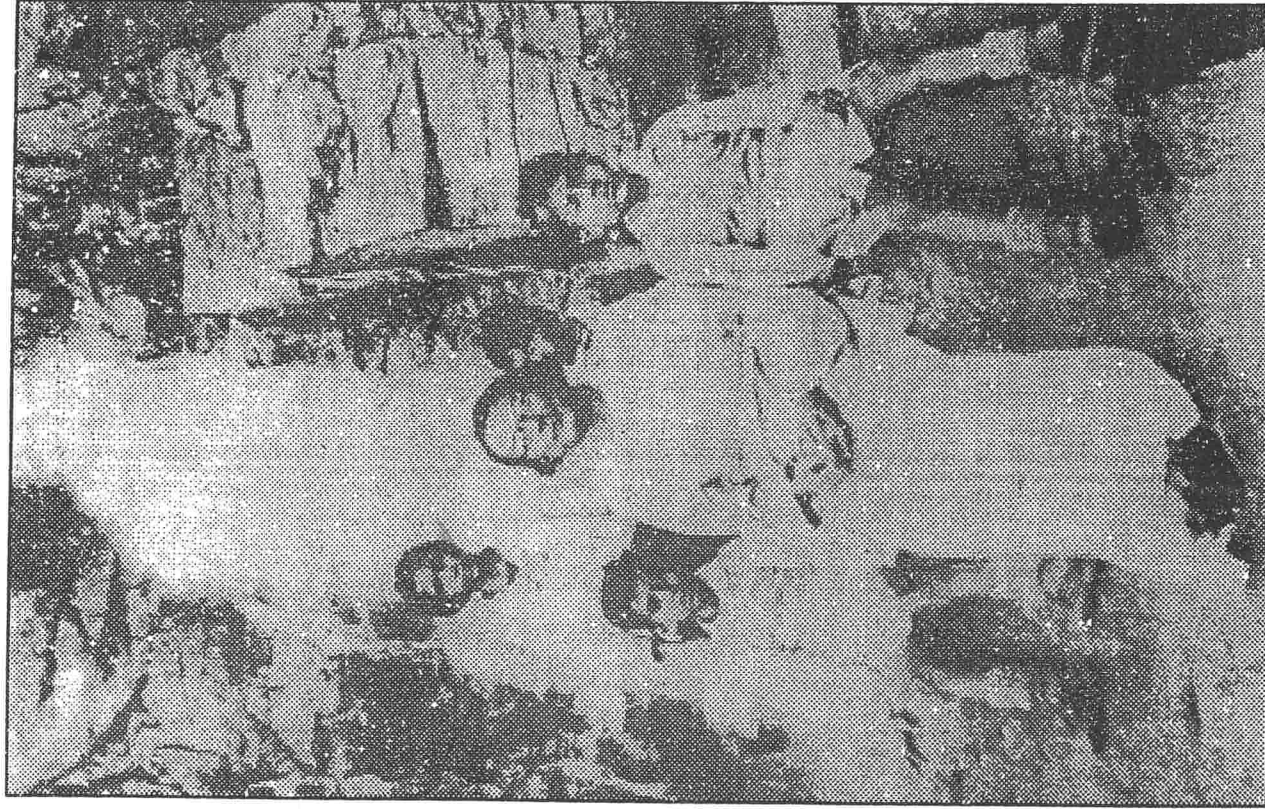
কবিতা
১৬-৭-৩১.



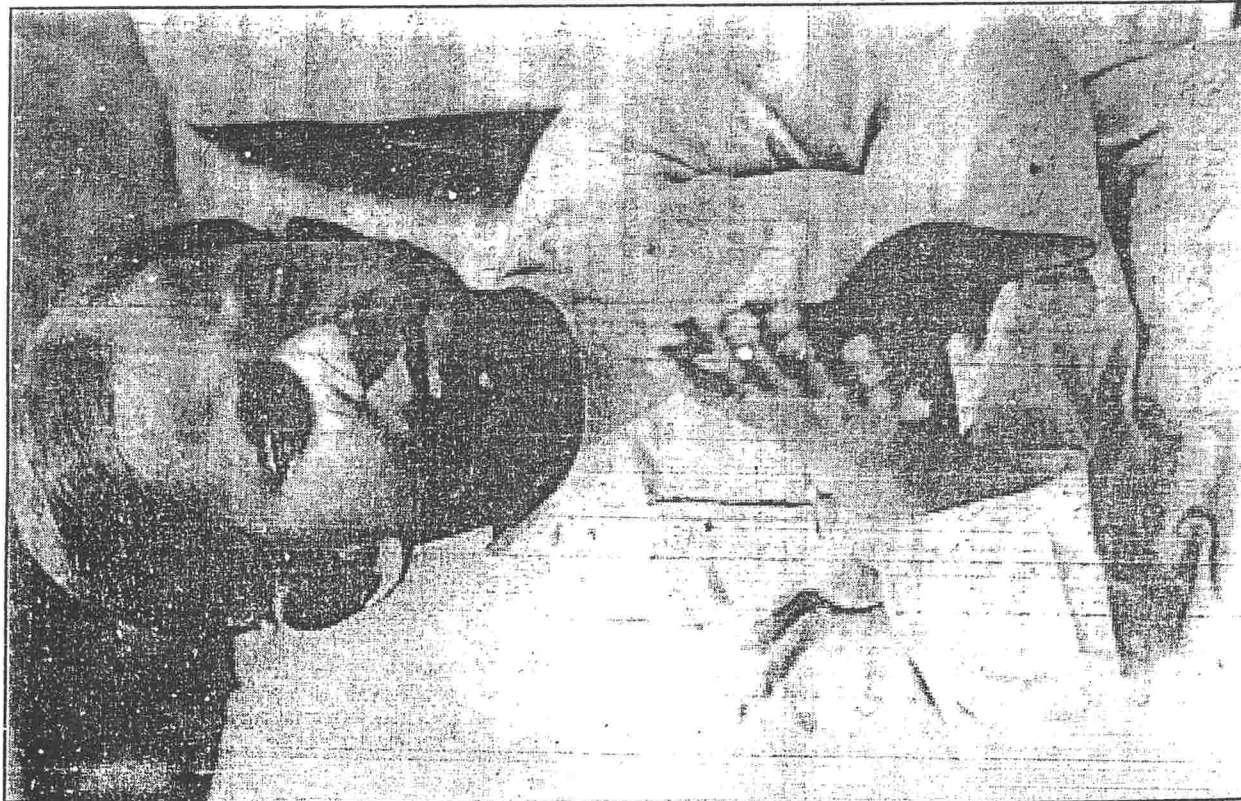
কবিতা
শ্রীমতী- মীরা জেহুরী-
চিরামুদ্রীত
—
শ্রীমতী- মীরা

জাহানারা বেগম চৌধুরী
(১৯১৩-১৯৮২)

৯৪ লেখার রেখায় রইল আড়াল



বিহারের বাঁচিতে জেনুহা ফলসে স-পুত্রক নজরুল



অকাল প্রয়াত পুত্র (বুলবুল)



সিলিকন ভ্যালী থেকে প্রকাশিত নিয়মিত বাংলা মাসিক পত্রিকা

প্রকাশিত হচ্ছে মে ২০০১ থেকে



পড়শীতে পাবেন :

- দেশ ও প্রবাসের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনীগুচ্ছ
- উত্তর আমেরিকার স্বনামধন্য লেখকদের নিয়মিত কলাম
- প্রযুক্তি নিয়ে বিশেষ বিভাগ 'প্রযুক্তিবন্ধন'
- সাহিত্য বিভাগে দেশ ও প্রবাসের গল্প, কবিতা, ধারাবাহিক উপন্যাস
- কমিউনিটি প্রতিবেদন নিয়ে 'উত্তর আমেরিকায় কর্মকাণ্ড'
- নারী বিষয়ক বিভাগ 'অদ্বিতীয়া'
- দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্য Kids Corner / Torun-Toruni
- অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ (অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রীড়া, ইতিউতিএবং, স্বাস্থ্য)

পড়শী হবার আন্তরিক আমন্ত্রণ
আপনাকে

পড়শীর সঙ্গে যোগাযোগ :

web : www.porshi.com

email : editors@porshi.com

fax : 707-988-0328

mail : Jogajog International, PO Box 3148,
Fremont, CA 94539, USA

পড়শী পড়ুন, পড়শীতে লিখুন, পড়শীতে আপনার পণ্যের বিজ্ঞাপন দিন

সাপ্তাহিক
বাংলাদেশ
The Weekly Bangladesh

প্রবাসে
দেশ ও জাতিসত্তার
পরিচায়ক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর
১০৫তম জন্মবার্ষিকীতে সবাইকে
জানাই শুভেচ্ছা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পড়ুন
লিখুন এবং বিজ্ঞাপন দিন

The Weekly Bangladesh
85-59 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-523-6299 Fax: 718-523-2620
E-mail: weeklybangladesh@mindspring.com



The Nightingale ^৫ কুলকুল

North America Nazrul Conference Committee
(NANCC)

উত্তর আমেরিকা নজরুল কনফারেন্স কমিটি
সংখ্যা-২ (মে ২০০৪)